গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৭ মে, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

নীতিহীন জোট রাজনীতি

বুথ ফেরত সমীক্ষায় গদি নিশ্চিত নয়, এমন আভাস পেয়ে শাসক বিজেপি নতুন বন্ধু ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্য, শরিক বাড়িয়ে গরিষ্ঠতার ঘাটতি পূরণ করা। আর বিরোধীপক্ষও গদি দখলের গন্ধ পেয়েই দু'দিন আগে যাদের বিরুদ্ধে ভোটে প্রচার করেছে তাদের নিয়েই নীতিহীন জোট বাঁধতে হামলে পড়েছে। সর্বভারতীয় বড় বড় নেতারা ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপীর মত রঙ বদলাচ্ছেন। একদিন যা বলছেন, পরদিন ঠিক তার উল্টো বলছেন। দ্বিতীয় দফা ভোটের পরপরই এনডিএ-জোট সম্প্রসারণের টোপ ঝুলিয়ে অটলবিহারী বাজপেয়ি তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' শিবির থেকে দল ভাঙাবার চেষ্টা করছেন। বিজেপির আশু লক্ষ্য হল, মুলায়ম সিং যাদব এবং শরদ পাওয়ারকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনা। উত্তরপ্রদেশে যে মায়াবতী সরকারকে ক'দিন আগে বিজেপি আস্থা ভোটে উল্টে দিয়েছে, পার্লামেন্টে গরিষ্ঠতায় ঘাটতি হলে সেই মায়াবতীকেও ধরার কথা তারা ভাবছে। কদিন আগেই প্রাক-ভোট সমীক্ষায় বিজেপি তথা এনডিএ-র দিকে পাল্লা ভারি থাকায় বিজেপি ছিল টগবগে, কংগ্রেস ম্রিয়মান। কিন্তু বুথ ফেরত সমীক্ষায় পাশার দান উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র মরা কংগ্রেস যেন নবযৌবনের বড়ি গিলেছে। একদা এককভাবে ক্ষমতা দখলের দাবিদার কংগ্রেস এখন জোটের গুণকীর্তনে মুখর হয়েছে।

এ ব্যাপারে আবার সি পি এমের উৎসাহই বেশি। প্রতিবারের মতো এবারেও 'বিকল্প সরকার' গঠন এবং সেজন্য ধিক্কৃত-নিন্দিত-ঘৃণিত কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করার জন্য সবচেয়ে আগ্রহী সি পি এম নেতারা। ইতিমধ্যেই তাঁরা মাঠে নেমে পড়েছেন। সি পি এম পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি "স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন ভোটের পর কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প সরকারই গঠন হতে চলেছে। এই সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় বড় ভূমিকা পালন করবে বামপন্থীরা।" (গণশক্তি ২৮-৪-০৪)। কেমন হবে সেই বিকল্প সরকার?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, সি পি এম "প্রথম বিজেপি, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তৃতীয় ফ্রন্টের সরকার গড়ার চেষ্টা করবে। ··· আর জে ডি, ডি এম কে, অগপ সহ অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে বিকল্প সরকার গড়ার চেষ্টা করবে। ··· যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবেই আমরা কংগ্রেসকে সরকার গড়তে সাহায্য করবো" (গণশক্তি ২৮-৪-০৪)। অর্থাৎ তাঁরা কংগ্রেসকে বাদ দেবেন, না কি কংগ্রেসের সঙ্গে যাবেন — এটা তাঁদের কাছে নীতিগত প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা অবস্থানগত।

তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ দল বলে যাদের তাঁরা জোট শরিক করছেন তাঁরা স্পষ্টতই ধর্মভিত্তিক না হলেও জাতপাত বা ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দল। গণআন্দোলনকে ভাঙতে তারাও জাতপাতকে ভিত্তি করে শোষিত জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পুঁজি-

চারের পাতায় দেখুন

মহান মে দিবস জিন্দাবাদ

মহান মে দিবসে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদান করা হয়।

প্রথম দুই পর্বের ভোট

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রহসন

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দুই পর্বে মোট ২৭৬টি আসনের নির্বাচনে ব্যাপক দাঙ্গা, বুথ দখল, ভোটিং যন্ত্র ভাঙচুর, খুন, পুলিশের লাঠি-টিয়ারগ্যাস-গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে এবং ৪৫ জনের মৃত্যু ও ৩০ জনের বেশি গুরুতর আহত হয়েছে। প্রথম দুই পর্বে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ত্রিপুরা, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের সময় যদি রক্ত ঝরে এত জীবনের অকাল মৃত্যু ঘটে, তাহলে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত ৫টি পর্বের ভোটে কত রক্তের স্রোত বইবে, কত প্রাণের অকাল বলি ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার খুবই দম্ভ ভরে ঘোষণা করেছিলেন, এবারের নির্বাচন হবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। তাঁদের তরফ থেকে বুথ দখল বা রিগিং রুখতে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নাকি নেওয়া হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনের এই গালভরা দম্ভ যে কত অসার তা প্রমাণ হয়ে গেল এই দুই পর্বের নির্বাচনেই। আর রিগিং প্রক্রিয়া যে এখন ভোটার লিস্ট তৈরি থেকেই শুরু হয় তাও এই পর্বের নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেল। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ভোট দিতে যাওয়া জনগণ ভোট দিতে না পেরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, যা থেকে কয়েকটি বুথে গণ্ডগোল ও ভাঙচুরও হয়।

ভোট যে এখন মানি পাওয়ার ও মাস্‌ল্‌ পাওয়ারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে, প্রথম এই দুই পর্বের ভোটে তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল। নির্বাচন কমিশনের এত আস্ফালন, এত পুলিশি ব্যবস্থা, এত পর্যবেক্ষক, স্পর্শকাতর বুথগুলির জন্য আগাম সতর্কতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা সবই শুধুই কথার কথা। প্রথম পর্বের ভোটে একজন ম্যাজিস্ট্রেট, এক সাংবাদিক সহ বেশ কিছু পুলিশ কর্মীর মৃত্যু দেখিয়ে দিল মাসলম্যানদের ক্ষমতার জোর।

নির্বাচন কমিশন সংসদে ক্রিমিনালদের প্রবেশ আটকাতে এবার ঘোষণা করেছিলেন, ক্রিমিনাল চার্জে যে ব্যক্তি দু'বছরের বেশি জেলে থেকেছে সে প্রার্থী হতে পারবে না। অথচ আইনের চোরাগলি দিয়ে এবং বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতার ফলে বহু সমাজবিরোধী নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে অনেক আসনে কোটিপতিরা যেমন প্রার্থী হয়েছে, তেমনি প্রার্থী হয়েছে দাগী ক্রিমিনালরাও। বিহার এক্ষেত্রে অগ্রণী। আই আই এম-এ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসকারী ডঃ লিক বা রণজিৎ ডন, মহম্মদ সাহাবুদ্দিন, যারা জেলে বন্দী থেকেও আরাম আয়েসে দিন কাটাচ্ছে, জেলে থেকে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে এবার তারাও প্রার্থী। মুম্বাই-এর অন্ধকার জগতের সম্রাট অরুণ গাউলি এখন বাইকুল্লার 'দাগদি চাউল'-এর, অর্থাৎ তার বাড়ির নিরাপত্তার সিকিউরিটিকে সরিয়ে দিয়ে জনসংযোগে নেমেছে। কারণ গাউলি এবার

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিপিএম নেতাদের সাথে মোটরবাইকে ঘোরেন কুলতলি থানার ওসি

কাগজেপত্রে হাওয়া তোলা হচ্ছে, এবার নাকি পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার ভোট অন্যবারের তুলনায় অনেক অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। প্রত্যেকবার ভোটের আগে যে ভয়ভীতি সন্ত্রাসের পরিবেশ শাসক সিপিএম দল পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করে, এবার নাকি তা করতে পারবে না, অতএব মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন, প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টরা বুথে বুথে বসতে পারবেন, বুথ দখল হবে না, ছাপ্পা ভোট দেওয়া যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার এমন আশার হেতু হিসাবে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতাকে দেখানো হচ্ছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত ২/৩ পর্বের ভোটে নানা রাজ্যে অবাধ নির্বাচনের যে ছবি দেখা গেল, এবং ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নির্বাচনে জনগণের যা অভিজ্ঞতা, তাতে জনগণের আশ্বস্ত হওয়ার কোনও কারণ দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, নির্বাচন কমিশনের এইসব ঘোষণায় তাঁরা নিরাপদ ও আশ্বস্ত বোধ করছেন কিনা, তবে নেতিবাচক জবাবই পাওয়া যাবে।

সকলেরই সম্ভবত স্মরণে আছে, ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি কেন্দ্র পিছু একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। এর দ্বারা নির্বাচনে সন্ত্রাস ও কারচুপি আটকানো গিয়েছিল কি ? এ প্রশ্নে আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত দুঃখজনক। ১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনের অভিজ্ঞতাও ছিল একইরকম। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জয়নগর ও কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের বুথ ধরে ধরে আমাদের দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনী আধিকারিক, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ও রিটার্নিং অফিসারের কাছে আশঙ্কার কথা আগাম জানানো হয়েছিল। সিপিএম-এর সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে মৈপীঠ অঞ্চলের ১৭টি বুথে ও জয়নগর কেন্দ্রের ৬টি বুথে ভোটের দিন সশস্ত্র পুলিশি প্রহরা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন একটি নির্বাচনেও প্রশাসন ও কমিশনের তরফ থেকে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে বুথ পাহারার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল কতিপয় হোমগার্ডের হাতে। এর দ্বারা এই সমস্ত এলাকায় কার্যত সিপিআই(এম) আশ্রিত সমাজবিরোধীদের হাতেই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। তারাই এইসব এলাকায় বিগত কয়েকটি নির্বাচনে বুথের পর বুথ দখল করেছে, জাল ভোট দিয়েছে, নির্বাচনী অফিসারদের আটকে রেখে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে, আমাদের দল সহ বিরোধী দলগুলির এজেন্টদের ওপর হামলা চালিয়ে বুথ থেকে বের করে দিয়েছে, এমনকি ভোটারদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য হল, ভোটের দিন যখন এসব কাণ্ড ঘটছে, তখন বারবার নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল পাওয়া যায়নি, কোথাও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের দলের অভিযোগের ভিত্তিতে ভোটের দু'দিন আগে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মৈপীঠ অঞ্চল পরিদর্শনে যান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভোটের ঠিক আগের দিনই তাঁকে সরিয়ে নতুন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়, যাঁর কোনও সন্ধান ভোটের দিন বহু চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

১৯৮৯ সালের পর থেকে কোন ভোটেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুরুলিয়ায় পৌরদাবি আদায়

১৬ এপ্রিল পুরুলিয়া শহরের পৌরপ্রধানের কাছে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের দাবিতে নাগরিক অধিকার রক্ষা (প্রস্তুতি) সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধিত্ব করেন প্রবীণ নাগরিক গোপাল কর্মকার, নন্দলাল চৌবে, অশোক নাগ, প্রাক্তন পৌরপ্রধান তারকেশ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, দেবাশিষ কুণ্ডু, গৌতম হাটি প্রমুখ। দু'ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর পৌরপ্রধান পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ, ড্রেন ও রাস্তার আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করা, শহরের পুকুর ও বাসস্ট্যাণ্ডের সংস্কার, রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, জলকর কমানো এবং রাস্তার টাইমকলে ও বস্তিতে জলকর ছাড়-এর আশ্বাস দিয়েছেন। বিপিএল তালিকার সংশোধনী এবং শহরের বস্তিতে গণশৌচালয়ের দাবিও আদায় হয়েছে।

মহিলাদের ওপর সিপিএম-পুলিশের যৌথ আক্রমণের প্রতিবাদে

নির্বাচন কমিশনে এমএসএস-এর স্মারকলিপি

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ নাগরিকদের উপর শাসকদলের মদতে পুলিশ ও প্রশাসনের নির্যাতন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা নিয়ে গত ২৭ এপ্রিল সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বাসুদেব ব্যানার্জীর সাথে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। উল্লেখ্য, গত ১৭-৪-০৪ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে কুলতলি থানার দেউলবাড়ি অঞ্চলে স্থানীয় থানার ও সি জয়দীপ ব্যানার্জী ও এস আই রজত হাজরার নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী ও স্থানীয় সিপিএম নেতারা রাত্রি ২টার সময় গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকে মহিলাদের নির্যাতন করে। বন্দুকের কুঁদো ও লাঠির আঘাতে বাসন্তী সরদার, স্বয়ম্বরী হালদার সহ ৬ জন মহিলা গুরুতর আহত হন। আহত মহিলাদের স্থানীয় হাসপাতালে এবং গুরুতর আহত বাসন্তী সরদারকে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্মারকলিপিতে এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নিরপেক্ষ হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী সাধনা চৌধুরী এবং কার্যকরী সমিতির সদস্য মেনকা বসুরায় ও কৃষ্ণা সেন।

ইতিপূর্বে এই ঘটনাটি নিয়ে এম এস এস মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে।

স্মারকলিপি

মাননীয় মুখ্য নির্বাচনী অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ

মাননীয় মহাশয়,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শাসকদলের মদতে পুলিশী তাণ্ডবের ঘটনা কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরনের একটি ঘটনায় আপনার হস্তক্ষেপ ও নিরপেক্ষ বিচার প্রার্থনা করে আমরা 'সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনে'র রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এই স্মারকলিপি পেশ করছি।

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুলতলি থানায় আমাদের সংগঠনের সদস্যারা এস ইউ সি আই প্রার্থী অধ্যাপক তরুণ নস্করের সমর্থনে প্রচার অভিযানে অংশ নিচ্ছেন। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে প্রতিটি নাগরিকই তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন প্রার্থীকে সমর্থন করতে এবং তাঁর পক্ষে প্রচারে অংশ নিতে পারে, যেটা তার একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কুলতলি থানার ও সি জয়দীপ ব্যানার্জী এবং এস আই রজত হাজরা প্রায়ই এদের নানাভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতেন এবং গত ১৭-৪-০৪ তারিখে ঐ থানার অন্তর্গত দক্ষিণ দুর্গাপুর গ্রামে রাত ৮টার সময় স্থানীয় সিপিএম নেতা জলিল মোল্লা ও শৈলেন বিশ্বাসের নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী ঐ গ্রামে যায় এবং গ্রামের পুরুষরা গাজনের মেলায় যাওয়ায় তাদের বাড়িতে না পেয়ে মেয়েদের ওপর আক্রমণ করলে মহিলারা দলবদ্ধভাবে এর প্রতিবাদ করে, তাতে তখনকার মত তারা চলে যায় এবং যাওয়ার সময় তাদের শাসিয়ে যায়। এরপর রাত ২টোর সময় ১৩/১৪ জন পুলিশের এক বাহিনী সহ উক্ত জয়দীপ ব্যানার্জী ও রজত হাজরা আবার এসে মেয়েদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে দেয়। ঘরে ঘরে ঢুকে ঘরদোর তছনছ করে। বন্দুকের কুঁদো এবং লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করে। এই অত্যাচারিতাদের আর্তনাদে পড়শীরা ছুটে আসে। পরে আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বাসন্তী হালদারের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে কলকাতার বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এছাড়া পদ্মবালা হালদার, দেবী সরদার, স্বয়ম্বরী হালদার, লক্ষ্মী সরদারদের স্থানীয় জামতলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমরা মনে করছি এই ধরনের ঘটনার ফলে এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এক্ষেত্রে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

এই অবস্থায় এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য এবং মহিলাদের ওপর এহেন আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, এই আমাদের আবেদন। এই নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ও অবাধে হতে পারে এবং সকল ভোটদাতারা যাতে নির্ভয়ে ভোটদান করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আপনি সাহায্য করবেন এই আশা আমরা করি।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

ক্যানিং থানার গোপালপুর অঞ্চলের বদকুলা গ্রামের এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট কর্মী কমরেড কানাই শিকারি গত ১৫ এপ্রিল অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

১৯৬৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কমরেড শিকারি এস ইউ সি আই দলের সংস্পর্শে আসেন এবং কালক্রমে দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মীতে পরিণত হন। গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বহুরকম বাধা ও আক্রমণের সামনেও তিনি কখনও এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী রাজনীতি থেকে বিচ্যুত হননি, দলের দেওয়া দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শ'য়ে শ'য়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। ১৬ এপ্রিল মিছিল করে তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। হেড়োভাঙা হাটে তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান তাঁর একমাত্র পুত্র ডি এস ও কর্মী কমরেড সুব্রত শিকারি, দলের গ্রাম কমিটির পক্ষে কমরেড রসিদ লস্কর, আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে কমরেড ওয়াজেদ গাজি ও ক্যানিং থানা কমিটির পক্ষে কমরেড বাদল সরদার। ২৭ এপ্রিল বদকুলা গ্রামে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ বাদল সরদার, ইয়াহিয়া আখন্দ, ওয়াজেদ গাজি ও রসিদ লস্কর।

কমরেড কানাই শিকারি লাল সেলাম।

ফ্রি বেড উঠে যাওয়ায় অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন আর্সেনিক আক্রান্তরা

পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক দূষণের চিত্র খুবই ভয়াবহ। ৯টি জেলা (মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, কলকাতা) আক্রান্ত। প্রতিদিন প্রায় ৪ কোটি মানুষ আর্সেনিকযুক্ত জল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। ৪ লক্ষের বেশি মানুষ ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ। রাজ্যে প্রায় ১ হাজার আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী মারা গেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় মারা গেছেন সর্বাধিক। এই জেলার রানিনগর ব্লকের একটি গ্রামেই আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন ৬৫ জন।

আর্সেনিক দূষণে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন সাধারণ দরিদ্র মানুষ। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টিকর খাবারের অভাবে দুর্বল প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন মানুষই এই দূষণের শিকার হন বেশি। ফলে এই রোগের ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া এঁদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। একারণেই ১৯৮৬ সালে গরিব আর্সেনিক রোগীদের জন্য পি জি হাসপাতালে ফ্রি বেড ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সরকারি নির্দেশের এক কলমের খোঁচায় সেই ফ্রি বেডগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই হাসপাতালের 'আর্সেনিক ক্লিনিকে'র ডাক্তারবাবুরা আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের চিকিৎসা করতে পারছেন না। এই অবস্থায় অনিবার্য মৃত্যুর দিকে তিল তিল করে নিরুপায়ভাবে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া এই দরিদ্র মানুষগুলোর সামনে অন্য রাস্তা খোলা নেই।

'আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি' এবং 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার' আর্সেনিক দূষণ রুখতে যথাযথ সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে এ রাজ্যে আন্দোলন গড়ে তুলছে। সরকারি হাসপাতাল থেকে আর্সেনিক রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট ফ্রি বেড তুলে দেবার প্রতিবাদে এবার এই সংগঠনগুলি পথে নেমেছে। গত ২৫ মার্চ, ২০০৪ আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার একযোগে রোগীদের জন্য ফ্রি বেডের পুরানো সুযোগ চালু রাখা ও সম্প্রসারিত করার অনুরোধ জানিয়ে এস এস কে এম হাসপাতালের সুপার ডাঃ শান্তনু ত্রিপাঠীর কাছে ডেপুটেশন দেয়। এর পরদিন, অর্থাৎ ২৬ মার্চ, ২০০৪, আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছেও এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়। এই চিঠিতে নিম্নলিখিত দাবিগুলি তোলা হয়েছে ঃ

(১) এস এস কে এম হাসপাতালে ১৯৮৬ সাল থেকে চালু থাকা আর্সেনিক আক্রান্তদের জন্য 'ফ্রি বেড'-এর ব্যবস্থা বহাল রাখতে হবে, (২) এস এস কে এম হাসপাতালে সপ্তাহে ৪ দিন 'আর্সেনিক ক্লিনিক' চালু করতে হবে এবং আর্সেনিক আক্রান্তদের জন্য কমপক্ষে ২৫টি 'ফ্রি বেড'-এর ব্যবস্থা করতে হবে, (৩) আর্সেনিক আক্রান্ত জেলার সকল স্টেট জেনারেল ও গ্রামীণ হাসপাতালে এবং কলকাতার সব সরকারি হাসপাতালে 'আর্সেনিক ক্লিনিক' চালু করতে হবে ও 'ফ্রি বেড' -এর ব্যবস্থা করতে হবে, (৪) আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে, (৫) অবিলম্বে আর্সেনিক আক্রান্তদের চিহ্নিতকরণ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, (৬) আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, (৭) মানবদেহে আর্সেনিক বিষক্রিয়া এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকদের দিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্প করার ব্যবস্থা করতে হবে, (৮) পানীয় জলের মাধ্যমে আর্সেনিক বিষক্রিয়া এবং তার চিকিৎসার বিষয় মেডিকেল কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং (৯) আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

আসানসোলে এস ইউ সি আই-এর প্রচার-গাড়ি আক্রান্ত

৩০ এপ্রিল বর্ধমান জেলার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড সুনীল মুখার্জীর সমর্থনে এস ইউ সি আই কর্মীরা একটি ট্রেকারে মাইক ফেস্টুন ব্যানার লাগিয়ে বহুলা বাজারে বিকালে পথসভা ও বুলেটিন বিক্রি করার সময় সি পি এম নেতা মানবেন্দ্র চ্যাটার্জী ও রাজীব চট্টরাজের নেতৃত্বে ৫০-৬০ জনের এক বাহিনী সেই প্রচার গাড়ি আক্রমণ করে মাইকের তার ছিঁড়ে দিয়ে কর্মীদের মারধোর করে, মহিলা কর্মীদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে।

ঐ দিন সকালে জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকায় চিচুড়িয়া গ্রামে এস ইউ সি আই কর্মীরা নির্বাচনী প্রচার করার সময় সি পি এম আক্রমণ করে। স্থানীয় জনসাধারণ প্রতিবাদে সোচ্চার হলে সি পি এম বাহিনী পালিয়ে যায়। এরপর আমাদের দলের কর্মীরা পথসভা করে দলের বক্তব্য উপস্থিত জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। এলাকার কয়েকজন যুবক এস ইউ সি আই দল সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। একটি মিটিং করার উদ্যোগ তাঁরা নিয়েছেন।

ভোটবাজদের ভোজবাজি

আগেকার দিনে জমিদার বাড়ির কুকুর-বেড়ালেরও নাকি ঘটা করে বিয়ে দেওয়া হতো। তা 'উদিত ভারতে'র বর্তমান এবং ভাবী অধীশ্বরের নির্বাচনী ম্যানেজার বলে কথা ! তাও আবার যেমন তেমন ম্যানেজার বা দু'চার আনার নেতা নন। হিন্দী-বলয়ের হৃদয়পুর হিসেবে খ্যাত উত্তরপ্রদেশের খ্যাতনামা প্রাদেশিক তথা পরিষদীয় নেতা। এমন এক মহাত্মা লালজি ট্যাণ্ডনের জন্মদিন কি যেমন তেমন করে অনাড়ম্বরভাবে পালিত হতে পারে? বিশেষত নির্বাচনের প্রাক্কালে? তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন ক্ষেত্র লখনউয়ের গরিব ঘরের নারীদের (সম্ভবত মাইক ফুঁকে) আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল একখানা করে চল্লিশ টাকা দামের শাড়ি নেওয়ার জন্য। এক ডাকে জড়ো হয়ে গিয়েছিলেন প্রায় হাজার দশেক নারী। তাঁদের অনেকের কোলেই ছিল দুধের শিশু। 'উদিত ভারতে'র নেতাদের কল্পনাতেও হয়ত উদয় হয়নি যে সস্তার একখানা শাড়ি নেওয়ার জন্য এত নারী সমবেত হবেন। তাই হয়ত ভিড় সামলাবার জন্য পুলিশেও খবর দেওয়া হয়নি। অথবা নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে চুপেচুপেই কাজটা সারতে চাওয়া হয়েছিল। যাই হোক, শাড়ি দিতে গিয়ে ভিড় দেখে উদ্যোক্তারা একেবারে দিশেহারা হয়ে যান। ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দেন একখানা শাড়ি, ঠিক যেমন হরির লুঠ ছুঁড়ে দেওয়া হয়। নারী-সংখ্যার তুলনায় শাড়ি-সংখ্যা অপ্রতুল হওয়াতেই বোধহয় এই জাতীয় বিতরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ছুঁড়ে দেওয়া শাড়ি নিয়ে শুরু হয় কাড়াকাড়ি, কাজিয়া। অতঃপর প্রবল ধাক্কাধাক্কিতে পদপিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান এক শিশু সহ ২৫ জন নারী। গুরুতর আহত হন আরও অনেকে।

ঘটনাচক্রে অতগুলি প্রাণহানি না-ঘটলে আমরা অনেকেই জানতাম না যে 'উদিত ভারতে'র ভোটপ্রার্থীদের কাছ থেকে সস্তার একখানা শাড়ি প্রার্থনা করার মত এত নারী এখনও এদেশে রয়েছে। অঘটনটা না ঘটলে বড়জোর স্থানীয় প্রচারমাধ্যমে শাড়ি বিতরণকারীদের বদান্যতাই প্রচারিত হতো এবং তাতে ভোটবাজদেরই সুবিধে হতো। এখন যে খুবই অসুবিধে হবে তা-ও নয়। বিরোধীরা ভোটের বাজারে দু'দিন একটু চিৎকার চেঁচামেচি করবে এই যা। বিজেপি-র সংসদীয় বিরোধী কংগ্রেস এবং সিপিএম প্রশ্ন তুলেছে নির্বাচনবিধি লঙ্ঘনের। প্রশ্ন হলো, এটাই কি একমাত্র প্রশ্ন? নির্বাচন বিধি যদি লঙ্ঘিত না-ও হয় তবুও কি এমন ন্যক্কারজনক অনুকম্পা বিতরণ নিন্দিত হবে না? দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নির্বাচনী ফায়দা তোলার এই হীন রাজনীতিকে কি শুধু আইনি দৃষ্টিতেই দেখা হবে? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন তোলার জায়গাতে তথাকথিত বিরোধীরা নেই। কারণ, তারাও একই পথের পথিক, দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা বিতরণে সমান পারদর্শী। আর এদেশের আমজনতাও এই ধরনের অনুকম্পা গ্রহণে প্রকৃত অর্থে পরাঙ্মুখ নয়। তা যদি হতো তাহলে তো লখনউয়ের ওই শাড়ি বিতরণের অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক নারীর সমাগম ঘটতই না। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম প্রভৃতি ভোট-পার্টিগুলি ভোটের স্বার্থে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করতে করতে মানুষের আত্মমর্যাদাবোধের জায়গাটাকেই দুর্বল করে দিয়েছে। শাসকদলের কোনও নীতির সাথেই সহমত পোষণ করেন না এমন শিক্ষিত বেকারও এখন একটা চাকরি অথবা লাইসেন্স অথবা অন্য কিছু পাওয়ার আশায় বছরের পর বছর শাসকদলের পিছনে ঘোরেন, ভোটের সময় ভোট সংগ্রহে নেমে পড়েন। এইভাবে চলতে চলতে একসময় হয়ত নিজেই পঞ্চায়েত বা পৌরসভার প্রার্থী হয়ে যান, পাশ করে এলাকার মাতব্বর বনে যান। কেউ কেউ হয়ত কয়েক বছর শাসকদলের পিছনে ঘুরেও লক্ষ্যপূরণে সফল না হয়ে এক সময় ওই দলকে হারানোর লক্ষ্যে 'শক্তিশালী বিরোধী' কোনও দলে ঢুকে পড়েন। সংসদীয় রাজনীতির এই ঘূর্ণিপাকেই মূলত আবর্তিত হচ্ছে এদেশের জনজীবন। ফলে কানুনি প্রশ্নের বাইরে গিয়ে নৈতিকতার প্রশ্নটিকে উর্ধ্বে তুলে ধরার মত কোমরের জোর যেমন ভোট-পার্টিগুলোর নেই, তেমনি তাদের প্রভাবাধীন আমজনতাও সেই জায়গায় প্রস্তুত নয়। প্রস্তুত নয় বলেই নির্বাচনের আগে শিলান্যাসের হিড়িক লেগে যায়, একই জায়গায় একাধিকবার শিলান্যাসের প্রতারণা অনুষ্ঠিত হয়।

আসলে সংসদীয় গণতন্ত্রই এখন এক মস্তবড় প্রতারণা। আপাত অর্থে আমজনতা স্বাধীনভাবে ভোট দিচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদের পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণ করে দিচ্ছে মূলত তিনটে জিনিস। (এক) শিল্প-মালিক ও ব্যবসায়ীদের টাকার থলি, (দুই) রাজনৈতিক দলের আশ্রিত এলাকার মস্তান, (তিন) প্রচার মাধ্যম। এই শেষোক্ত বস্তুটি যে কী চিজ তা বেশ টের পাওয়া গেছে ১৯৭৭ সালে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটা পার্টি মিলে যেই জনতা নামে একটি পার্টি গঠন করল, অমনি প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে রাতারাতি সারা দেশময় আমজনতা জপতে শুরু করল — জনতা, জনতা। জনতা কী এবং কেন তা আমজনতা ভালভাবে জানার আগেই বেশ মসৃণভাবে ক্ষমতায় চলে এল জনতা পার্টি।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, নির্বাচনে মস্তান ও সমাজবিরোধীদের ভূমিকা। এর উদাহরণ খুঁজতে বেশি দূরে যেতে হবে না। এই রাজ্যের প্রান্তে-প্রত্যন্তে মস্তানদের প্রবল দাপট অব্যাহত। নির্বাচনে জেতার জন্য বহুনিন্দিত দুলালবাহিনী এখনও শাসকদলের কাছে অপরিহার্য। এইরকম বহু বাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে রাজ্যময়। শাসক এবং তথাকথিত বিরোধী উভয় শিবিরেই তারা সগর্বে বিরাজমান। এক দেড় দশক আগেও যাদেরকে সিপিএম বা কংগ্রেসআশ্রিত সমাজবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো, তাদেরই আশ্রয়ে আজ চলে গেছে কংগ্রেস এবং সিপিএম দল। দলে দুলাল, সমিরুদ্দিন, তারকেশ্বর, শঙ্কর, অধীররাই এখন শেষ কথা। তারাই এখন সংসদীয় রাজনীতির নয়নমণি।

আর যে বিষয়টা নির্বাচনী রাজনীতিতে সমধিক ক্রিয়াশীল তা হলো দল বা প্রার্থীর অর্থবল। এই বলের যোগানদার হলেন শিল্প-মালিক এবং বড় বড় ব্যবসাদাররা। লখনউতে বাজপেয়িজির ভোট কুড়োতে জন্মদিন পালন করলেন তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট ট্যাণ্ডনজি। আর ট্যাণ্ডনজির সৌজন্যে, প্রকারান্তরে প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যে, শাড়ি বিতরণ করল একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। এভাবেই বাণিজ্যমহল — শাসকদল এবং সম্ভাব্য পরিষদীয় বিরোধী দলগুলোকে ভোট কেনার অর্থ যোগায়। অর্থ লাগে নির্বাচনী প্রচারেও। প্রবল প্রচার এবং মস্তানির দ্বারাতেও যখন সবটুকু চিঁড়ে ভেজে না তখনই দরকার হয় নগদমূল্যে ভোট খরিদ করার। ভোটের ক'দিন আগে কিংবা ভোটের আগের দিন রাত্রিবেলায় ধুতি-শাড়ি, ত্রিপল-কম্বল ইত্যাদি বিতরণ এখন ভোট পার্টিগুলোর সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ভোট উপলক্ষে গরিবদের ভেট দেওয়ার এই কুকাজটা এতদিন তবু গোপনে-গোপনে চলছিল। এখন আর তারও তোয়াক্কা করছে না ভোটবাজরা। গরিব মানুষও (অনেকেই) তোয়াক্কা করছেন না মান মর্যাদার। ভোট শিকারীদের মুখের উপর অনেককেই বলতে শুনি, "যে বেশি টাকা দিবে তাকেই ভোট দিব।" দুঃস্থ বৃদ্ধা তাঁর পরণের ছিন্ন-মলিন বস্ত্রখানি দেখিয়ে দলীয় ভোটকর্মীকে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন — "ভোট তো দিতে যাব বাপ, কিন্তু কি পিঁধ্যা (পরে) যাব? একখান কাপুড় দিবা?" সরলমতি বৃদ্ধা কি জানেন কাকে তিনি ভোটটা দিচ্ছেন, কেনই বা দিচ্ছেন? তিনি কি জানেন গণতন্ত্র মানে পছন্দের স্বাধীনতা। তিনি কি জানেন, তাঁর স্বাধীনতা বাঁধা পড়ে যাচ্ছে সস্তা একখানা শাড়ির আঁচলে? তিনি কি জানেন, যাদের অপদার্থতার কারণে তাঁকে আজ নদী-ভাঙনে উৎখাত হয়ে পথে বসতে হয়েছে, তাদেরকেই তিনি ভোট দিয়ে সমর্থন করলেন? তিনি কি জানেন, যাদেরকে তিনি সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী করলেন তারাই ক'দিন পরে ফের হাসপাতালের চার্জ বাড়াবে, তেলের দাম বাড়ার অজুহাতে বাসমালিকের লাভের অঙ্ক বাড়াবে? তাঁর জোয়ান ছেলেটা ভাড়া বাড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে ওই কাপড়ওয়ালারাই পুলিশ দিয়ে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে? চাই কি সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে পারে। তাই, অনুকম্পার শাড়িতে কেবল গরিবদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তাই খোলে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় সরকারি শিক্ষায়, চিকিৎসায়, এমনকি ন্যায়ালয়ে যাওয়ার রাস্তাও।

আজ শুধু সম্বলহীনদের মধ্যে শাড়ি কম্বল বিতরণই নয়, আরও নানান নিকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করছে ভোট ভিখারী দেউলিয়া রাজনীতিকরা। ভোটের আগের রাত্রে গরিব পাড়ায় ছুটছে তাড়ি-মদের ফোয়ারা। কোথাও শুয়োর, কোথাও খাসি কেটে বসানো হচ্ছে ভোজের আসর।

লখনউতে লালজির বকলমে অটলজির শাড়ি বিতরণ শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতিতে না পৌঁছালে তেমন কোনও শোরগোলই হতো না। কেননা নির্বাচনকে সামনে রেখে এমন অনুগ্রহ বিতরণ এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদব তো স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন — "এ রকম তো হয়েই থাকে।" (বর্তমান ১৪-৪) বিজেপি'র উত্তরপ্রদেশের নেতা তথা দলীয় মুখপাত্র মুখতার আব্বাস নকভিও সাফাই গেয়েছেন — "গরিবদের মধ্যে শাড়ি বিলি করায় কোনও অন্যায় নেই।" (আ. বা ১৪-৪)। হ্যাঁ, দেশের বড় বড় দলের নামী-দামী নেতারা যখন বলছেন তখন বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতেই হবে যে, গরিব মানুষ আর কাকপক্ষী সমান। ভাত ছড়ালে কাক আসে আর শাড়ি ছড়ালে গরিব আসে।

(মুর্শিদাবাদের 'ঝড়' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

একটিবার এম পি হতে পারলেই

আমাদের দেশের সংসদ সদস্যরা তাঁদের বেতন, পেনশন ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধির জন্য আইন রচনার ক্ষেত্রে যে তৎপরতা ও ঐকমত্য দেখান, নিজেদের যোগ্যতামান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনও তৎপরতা কোনদিনই দেখান না। ১৯৯৬ সালের আগে যেখানে একজন সংসদ সদস্যের মাসিক বেতন ছিল ১৫০০ টাকা, ১৯৯৬ থেকে তা বেড়ে হয় ৪০০০ টাকা আর ২০০১ থেকে এক ধাক্কায় হয়েছে ১২,০০০ টাকা। একইভাবে তাঁদের অবসরকালীন ভাতা বা পেনসন ১৯৯৬ সালের আগে ছিল ১৪০০ টাকা, ১৯৯৬ থেকে ২৫০০ টাকা আর ২০০৪ এর জানুয়ারি থেকে হয়েছে ৩০০০ টাকা। একটা হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে একজন সংসদ সদস্যের বেতন ও ভাতা বাবদ সরকারের গড় ব্যয় হয় বছরে ৬ লক্ষ টাকারও বেশি। তদুপরি, এখন থেকে একজন ব্যক্তি যদি মাত্র একদিনের জন্যও সংসদ সদস্য হন, তবু তিনি মাসে ন্যূনতম ৩০০০ টাকা পেনশন পাবেন।

২০০৩ সালের মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে এফিডেভিটের মাধ্যমে নিজেদের অতীত পরিচয় জানাতে হয়েছিল। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস এই এফিডেভিটগুলি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সম্পর্কে বহু কৌতুহলজনক তথ্য সংগ্রহ করে। অতীতে অপরাধমূলক কাজকর্মে যুক্ত ছিল এমন প্রার্থীদের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশে ১৫৩ জন, রাজস্থানে ১০১ জন ও দিল্লিতে ৭২ জন। দাঙ্গা ও ভীতিপ্রদর্শনের মতো কাজকর্মেই শুধু লিপ্ত ছিল রাজস্থানে ৪০ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৬ জন ও দিল্লিতে ২১ জন। ... রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫ ও ১৩। অন্যদিকে, ওই দুটি রাজ্যে বিজেপি'র কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬ ও তিনজন। আরও জানা যাচ্ছে যে, বহুজন সমাজ পার্টি ও সোস্যালিস্ট পার্টি — যারা সমাজের দুর্বল ও অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবি করে — সেই বহুজন সমাজপার্টি রাজস্থানে দু'জনকে ও সোস্যালিস্ট পার্টি মধ্যপ্রদেশে একজন কোটিপতি প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী শাসকদল অবশ্য এক্ষেত্রে অনেক বেশি কৌশলী। তাদেরও এরকম একাধিক প্রার্থী আছেন, সরকারি মূল্যায়নে যাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু এবারে লোকসভা নির্বাচনের আগে হলফনামায় তাঁরা নিজেদের সামান্য লাখপতি বলে ঘোষণা করেছেন।

অতি সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টে এক মামলার রায় থেকে জানা গিয়েছে যে, ৬৫৬ জন রাজ্যসভা ও লোকসভা (প্রাক্তন ও বর্তমান মিলিয়ে) সদস্যের টেলিফোনের বিল এবং ৬৬৯ জন রাজ্যসভা ও লোকসভা সদস্যের (প্রাক্তন ও বর্তমান মিলিয়ে) জল ও ইলেকট্রিকের বিল বাবদ মোট ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে।

যাঁরা দেশের ভাগ্যবিধাতা তাঁরাই যদি এমন নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হন, তবে এ দেশের মানুষের ভাগ্যে যে কলা আর মুলো ছাড়া কিছুই জুটবে না তা বুঝতে না পারার কোন কারণ নেই।

(বর্তমান ২৪-৪-০৪)

জোট রাজনীতি

একের পাতার পর

পতিশ্রেণীর চক্রান্তকেই একইভাবে কার্যকরী করছে। এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে প্রায় প্রতিদিন ভাষা বা জাতিগত দাঙ্গায় দেশের এখানে সেখানে প্রাণ বলি হচ্ছে। শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা যেমন একটা বিরাট বাধা, আবার জাতপাত বা ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাও কম বাধা নয়। বিষয়ে না হলেও চরিত্রে এরা এক। এদের মধ্যে সমাজবাদী দলের নেতা মুলায়ম সিং, আর জে ডি-র লালুপ্রসাদ, যাদব সম্প্রদায় তথা 'পিছড়ে বর্গ'-এর স্বার্থের চ্যাম্পিয়ান। আর 'আসাম কেবল অসমীয়াদের জন্য' এই শ্লোগানের ভিত্তিতে অগপ পৃথকতাবাদী আসাম আন্দোলনের জনক তো বটেই, পরোক্ষে আসাম রাজ্যের বুকে গড়ে ওঠা বড়ো, কার্বি সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্মও হয়েছে অগপ-র আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায়, এই আন্দোলনের নজির দেখিয়ে। এহেন শরিকদের জোটে নিয়েও যদি সি পি এমের তৃতীয় বিকল্প ক্ষমতায় যেতে না পারে তবে সি পি এম নেতারা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটকে সমর্থন করবেন।

ভোটের আগে এই তৃতীয় বিকল্প গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাঁরা বিফল হয়েছেন। তাহলে ঠিক এই মুহূর্তে এই কথা বলার মানে কি? এখানেও কোন নীতির প্রশ্ন নেই। ভোট পরবর্তী ফলাফলের ভিত্তিতে অন্তত বুথ ফেরত সমীক্ষায় ত্রিশঙ্কু লোকসভার যা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে যদি দেখা যায় ভয় দেখিয়ে এবং দরকষাকষি করে বেশি সুযোগসুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে যাতে তার পূর্ণ সুযোগ তাঁরা নিতে পারেন তার ইঙ্গিত এই বক্তব্যের মধ্যে আছে। আসলে মুখে তৃতীয় বিকল্পের কথা বললেও এই মুহূর্তে সি পি এমের ঝোঁক কংগ্রেসকে নিয়ে বিকল্প সরকার গড়ার দিকেই। এজন্যই "সোনিয়া বিদেশিনী, অতএব তাঁর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সাজে না" — বিজেপির তোলা এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতি বসু নির্বাচনী জনসভায় বলেছেন — বিদেশিনী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না এমন কোন বিধি ভারতীয় সংবিধানে নেই। সাংবিধানিক বিধির প্রসঙ্গ টেনে জ্যোতি বসুর মতো প্রথম সারির সি পি এম নেতা এইভাবে প্রকাশ্য জনসভায় সোনিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্বের বৈধতা প্রমাণ করছেন। বোফর্স কেলেঙ্কারিতে রাজীব গান্ধি ঘুষ নিয়েছেন কি নেননি সে প্রশ্ন এখন "প্রাসঙ্গিক নয়" বলেও সাফাই দিচ্ছেন সি পি এম নেতারা। আসলে তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতের জমি তৈরি করছেন।

এজন্যই বিজেপির সঙ্গে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে সাড়ে চার বছরের এন ডি এ শাসনে নিশ্চিন্তে রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার পর নির্বাচনী সভায় হঠাৎ বুদ্ধদেববাবু বলেছেন — এন ডি এ আবার কেন্দ্রে এলে বামফ্রন্ট সরকারের বিপদ হতে পারে। অথচ এন ডি এ শাসনে বুদ্ধদেববাবু নিজে বারবার আদবানির সঙ্গে বৈঠক করেছেন শুধু নয়, এসব বৈঠকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের বিপদ, সংখ্যালঘু ছাত্র সংগঠন 'সি মি'-র 'দেশের স্বার্থবিরোধী ভূমিকা' ইত্যাদি প্রসঙ্গে তিনি আদবানির সঙ্গে একমত হয়েছেন। সাড়ে চার বছরে বিজেপি কেন্দ্রে বসে একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে যেসব জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নিছক লোকদেখানো মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া তার বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী বিরোধ সিপিএম গড়ে তোলেনি। বরং কেন্দ্র তেলের দাম বাড়ালে তাঁরাও পরিবহনের ভাড়া বাড়িয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে নির্মমভাবে তাকে দমন করে তাঁরা কেন্দ্রকে সহযোগিতাই করেছেন। তাছাড়া বুদ্ধদেববাবু এবং আদবানীজির নিবিড় সম্পর্কের কথা তো এখন সর্বজনবিদিত। কাজেই কেন্দ্রে আবার এন ডি এ সরকার হলেও রাজ্য সরকারের কোন বিপদ নেই। তাহলে তাঁরা এ কথা বলছেন কেন? কারণ বিজেপির মত চিহ্নিত উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে ভাগ করে ক্ষমতায় যেতে তাদের অসুবিধা আছে, যেটা কংগ্রেসের সাথে নেই। তাই বিজেপির বিপদকে অজুহাত করে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করার একটা যৌক্তিকতা তাঁরা খাড়া করতে চাইছেন।

এই নগ্ন গদিলালসাকে আড়াল করে নিজেদের একটা আপাত গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি তৈরি করার জন্য তাঁরা তাঁদের শিবিরকে গালভরা নাম দিয়েছেন 'ধর্মনিরপেক্ষ' শিবির। বিজেপি ও কংগ্রেস এই দুই জোটকে সুকৌশলে তাঁরা 'সাম্প্রদায়িক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' এই দুই শিবিরে ভাগ করেছেন, যাতে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ছাপ দিয়ে অতি নিকৃষ্ট বুর্জোয়া দলের সঙ্গেও গদির স্বার্থে জোট বাঁধা যায়। 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র কথা বলা একটা ছলনা মাত্র। চন্দ্রবাবু নাইডু একসময়ে সি পি এমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন ঘোর 'ধর্মনিরপেক্ষ'। এখন তিনি বিজেপি শিবিরে তাই ঘোর সাম্প্রদায়িক। আবার করুণানিধির ডি এম কে, যাকে এখন সি পি এম 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলছে, দু-দিন আগেও তিনি ছিলেন বিজেপি শিবিরে। সর্বোপরি রয়েছে কংগ্রেস, যে কংগ্রেসের শাসনে দেশে একের পর এক দাঙ্গা হয়েছে; রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে যে কংগ্রেস বাবরি মসজিদের তালা খুলে রামলালার পুজোর সূচনা ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ঘি ঢেলেছে; বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় কেন্দ্রের ক্ষমতায় বসে থেকেও যে কংগ্রেস চোখ বুজে থেকেছে এবং কেন্দ্র থেকে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে মসজিদ ভাঙায় প্রশ্রয় দিয়ে গোটা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালাতে বিজেপিকে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর যে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদতে সরাসরি দিল্লিতে দিনের পর দিন ব্যাপক শিখ নিধন যজ্ঞ হয়েছে — সেই কংগ্রেসকে এখন সি পি এম 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে ছাপ দিয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের পিছু ধরেছে। একটু তলিয়ে দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবেন, সি পি এমের এই তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' শিবির আসলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র প্রহসন মাত্র। বাস্তবে গদি দখলের জন্য এটা বিজেপির বিকল্প একটা সুবিধাবাদী জোট মাত্র। গদির স্বার্থে যার সঙ্গে সুবিধা তার সঙ্গে যাওয়ার নিকৃষ্ট চালাকিকে আড়াল করার জন্যই বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে তাদের সুবিধাবাদী জোটের ওপর সি পি এম নেতারা 'ধর্মনিরপেক্ষ-তার' একটা নামাবলী জড়িয়ে দিয়েছেন।

আসলে নীতিগত ক্ষেত্রে এই তথাকথিত দুই শিবিরে মূল কোন পার্থক্য নেই। কংগ্রেসের চালু করা নয়া আর্থিক নীতি, বেসরকারীকরণ, জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি খরচকে ভর্তুকি নাম দিয়ে কমানো বা তুলে দেওয়া, একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীকে বিপুল কর ও শুল্কে রেহাই দেওয়া — এসব মূল বিষয়ে কংগ্রেস বা বিজেপি-তৃণমূল কারো কোন প্রভেদ নেই। রাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় সি পি এমও এই নীতিগুলিই কার্যকরী করছে। কেবল রাজ্যেই নয়, কেন্দ্রেও ১৯৯৬ সালে দেবেগৌড়ার নেতৃত্বে দশ মাস এবং আই কে গুজরালের নেতৃত্বে আট মাসের যে অকংগ্রেসী মোর্চা সরকার চলেছিল, যাকে সমর্থন করেছিল সি পি এম, সেই সরকারও কংগ্রেস ও বিজেপি অনুসৃত জনবিরোধী আর্থিক নীতিই অনুসরণ করেছে। এবারও কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক বিজেপি জোট বা সিপিএম-এর সমর্থনে তথা-কথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' জোট যে-ই ক্ষমতায় আসুক সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে একই জনবিরোধী মালিকঘেঁষা নীতি চালু থাকবে। কারণ ভোটে এরা দুই পৃথক শিবিরে থাকলেও আসলে দুই জোটের শরিক ও সি পি এম সকলেই একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থরক্ষার মূল শিবিরের শরিক। যেহেতু নীতিগত ক্ষেত্রে এদের মধ্যে বিরোধ নেই তাই ভোটে কৃত্রিম বিরোধ খাড়া করতে সি পি এম 'ধর্মনিরপেক্ষ' শিবিরের ভেক ধরেছে।

জনসাধারণকে আজ এটা পরিষ্কার বুঝতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতার বাহানা তুলে সি পি এম কংগ্রেসকে নিয়ে যে বিকল্পের কথা বলছে তা বুর্জোয়াদেরই বিকল্প, জনগণের বিকল্প নয়। সংসদীয় রাজনীতির ক্ষমতালোভের মদে সি পি এম নেতারা এতই মত্ত যে ষাটের দশক, সত্তরের দশক, জরুরি অবস্থার সময়ে চরম দমনপীড়ন, খুন ও সন্ত্রাসের নায়ক কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতেও তারা দ্বিধাহীন।

বিজেপির সাড়ে চার বছরের শাসনে সুরাজ, স্বরাজ এবং নীতিভিত্তিক রাজনীতির বাগাড়ম্বরের পর্দা ফাঁস হয়ে, তাদের ক্ষমতালোভী, ভ্রষ্টাচারী, মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী চরিত্র আজ মানুষ অনেকখানি ধরে ফেলেছে। গুজরাটের ভয়াবহ দাঙ্গা, কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন দস্যুদের কাছ ঘেঁষে থাকা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারির ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে বিজেপি যত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠী তাদেরই হাতের অপর রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে তত সামনে আনছে। কংগ্রেসের অতীত কলঙ্কগুলি, তার নৃশংস খুনি স্বরূপটি জনমন থেকে মুছে দিতে চাইছে। "কংগ্রেস মন্দের ভালো" বলে সি পি এম একচেটিয়া মালিকদের সেই চক্রান্তকে সফল হতে, কংগ্রেসের ভাবমূর্তি গড়তে সাহায্য করছে। বিজেপির সর্বনাশা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রকৃত রাজনৈতিক লড়াই না করে, ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিজেপির হিন্দুত্বের কবর রচনা না করে — একই অজুহাত খাড়া করে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানো পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী মানুষ, সি পি এমের সৎ কর্মী-সমর্থকরা কি মেনে নেবেন?

চা-বাগানে বঞ্চিত শ্রমিকদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটছে, শরিকি সংঘর্ষ নয়

"চা-শিল্পে গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে শ্রমিকদের উপর মালিকদের অত্যাচার যখন ক্রমশই বেড়ে চলেছে, তখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শ্রমিকদের রক্ষা করার পরিবর্তে মালিকদের প্রশ্রয়ই দিয়ে চলেছে। উভয়ের চোখেই শ্রমিকের ধর্মঘট বেআইনি। কিন্তু মালিকের লক-আউট বেআইনি নয়, এমনকি লক্ষ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হলেও তাতে কর্মসংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হয় না। পি এফ ও গ্র্যাচুইটি বাবদ শত শত কোটি টাকা মালিকরা আত্মসাৎ করলেও একজন মালিকের বিরুদ্ধেও রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেয়নি। বরং "জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না" বলে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গেলেন। অথচ, বাস্তব চিত্র হল জঙ্গি আন্দোলন তো দূর অস্ত্, চা- শিল্পে কোন রকম আন্দোলনই হচ্ছে না। সিটু, আই এন টি ইউ সি এবং আর এস পি নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নগুলি, যারাই মূলত চা-শ্রমিকদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে আজও নিয়ন্ত্রণ করে, তারা কোন আন্দোলনই গড়ে তুলতে দিচ্ছে না।" ১৫ এপ্রিল এক বিবৃতিতে একথা বলেন নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক।

তিনি বলেন, "এই সমস্ত ইউনিয়ন সরকারের কাছে শ্রমিকদের দাবিগুলি তোলে না, মালিকদের দাবিগুলিই তোলে। যেমন এদের দাবিতেই রাজ্য সরকার চা-বাগান মালিকদের সেলামি হেক্টর পিছু ১৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৯ হাজার টাকা করে দিয়েছে। ক্ষুধার্ত শ্রমিকের কান্না এদের কানে পৌঁছায় না, মালিকের দুঃখে এরা কাতর।

"অসংখ্য বাগান বছরের পর বছর বন্ধ, সেখানকার শ্রমিকরা অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরছে। মালিকরা হাসপাতাল, পানীয় জল ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বন্ধ করে দিয়েছে, সরকার নির্বিকার।

"যে সমস্ত বাগান আজও বন্ধ হয়নি, সেখানেও মালিকরা মাসের পর মাস বেতন, রেশন বকেয়া রাখছে, পি এফ এর টাকা জমা দিচ্ছে না। অথচ তারাই ক্যাশ পয়সার বিনিময়ে ঠিকা শ্রমিক লাগিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নিচ্ছে। বিশেষ করে, ডানকানের বাগানগুলিতে এ জিনিস চলছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, অর্থসঙ্কটের অজুহাত কত বড় মিথ্যা।

"শ্রমিকদের মধ্যে এই সমস্ত জুলুমের বিরুদ্ধে যখন সঙ্গত কারণেই ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে, তখনই কোথাও সিটু, কোথাও কংগ্রেসের ইউনিয়ন বা কোথাও আর এস পি'র ইউনিয়ন বা কোথাও আবার এরা সকলে মিলিতভাবে মালিকস্বার্থের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। সাধারণ শ্রমিকদের চোখে এই সমস্ত ইউনিয়নের নেতারা আজ মালিকের এজেন্ট। সাধারণ শ্রমিক না খেয়ে মরলেও এসব নেতারা ফুলে ফেঁপে উঠছে। চ্যাংমারী, দলগাঁও, বীরপাড়া বা গ্রাসমোড়বাগানে যে সংঘর্ষ ঘটছে তা পুঞ্জীভূত শ্রমিক বিক্ষোভেরই পরিণাম। এই সংঘর্ষগুলোকে মামুলি শরিকি সংঘর্ষ বলে চালানো হলেও এগুলি আসলে মালিকের এজেন্ট ইউনিয়ন নেতা বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ। কোথাও কোন বিরুদ্ধ ইউনিয়ন বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াতে চাইলেও এই সংঘর্ষ বঞ্চিত শ্রমিকদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ। এগুলো কোন অবস্থাতেই শরিকি সংঘর্ষ নয়।"

চা-শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে কমরেড তপন ভৌমিক বলেন, "এখানে সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত খণ্ডযুদ্ধ বাঁধিয়ে চা-শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে শ্রমিকদের সংগঠিত, সুশৃঙ্খল, দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন। আমাদের ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরে যেখানে যতটুকু শক্তি আছে তাকে সংহত করে মালিকদের এই আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য একের পর এক অনশন, আইনঅমান্য আন্দোলন, পদযাত্রা, সাইকেল র‍্যালি প্রভৃতি সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের শক্তিবৃদ্ধির উপরই নির্ভর করছে, চা-শ্রমিকদের কার্যকরী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জরুরি প্রশ্নটি।"

হাতে হাত

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির ছবিই আজ সি পি এম নেতাদের কাছে ভোটে জেতার প্রতীক — 'ম্যাসকট'। চণ্ডীগড়ের সি পি এম অফিসে শোভা পাচ্ছে সোনিয়া গান্ধির ছবি সম্বলিত সারি সারি সি পি এম-পোস্টার। নেত্রীর বিশাল বিশাল ছবি সি পি এমের পার্টি সিম্বলকেও ঢেকে দিয়েছে। নির্বাচনী কেন্দ্রের সর্বত্র উড়ছে কংগ্রেস-সি পি এমের পতাকা, একই সঙ্গে। শুধু তাই নয়, দলের কর্মী ও ভোটারদের চাঙ্গা করার জন্য তাঁরা সোনিয়ার বাণী দিয়ে পোস্টার ছাপিয়েছেন ঃ ''আসুন মতপার্থক্য ঝেড়ে ফেলে দেশকে শক্তিশালী করি।'' অর্থাৎ তাঁরা বলতে চাইছেন, কংগ্রেসের নির্ধারিত মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার নয়া আর্থিক নীতির পথেই তাঁরা দেশকে শক্তিশালী করবেন। তাহলে সে দেশটা কার দেশ? অবশ্যই তা কোটি কোটি নিরন্ন বুভুক্ষু দরিদ্র শোষিত জনগণের নয়। মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর !

এই হল পাঞ্জাবে সি পি এমের অবস্থা ! এদের নেতারা সেকথা খোলাখুলি স্বীকার করতেও আজ আর লজ্জাবোধ করছেন না — 'এছাড়া অন্য কোন রাস্তা নাকি নেই'।

আসলে ভোট পরবর্তী জোটের কথা মাথায় রেখেই সোনিয়া গান্ধি গতবার কংগ্রেসের জেতা হোশিয়ারপুর আসনটি সি পি এমকে ছেড়ে দিয়েছেন। আর, গদির লোভে সি পি এমও ছেড়ে দিয়েছে কংগ্রেসের জনবিরোধী আর্থিক নীতির সমালোচনার রাস্তা। এ শুধু দলের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিতের দীর্ঘ কসরতেরই পুরস্কার নয়, জ্যোতি বসুও সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে নিভৃত আলাপচারিতায় বলেছেন, ''কংগ্রেসের আর্থিক দিশাপত্রে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হলেও, আমি বিশ্বাস করি যে, ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি।''

তামিলনাড়ুর নাগরকয়েল লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী এ ভি বেলারমিন-এর সমর্থনে সিপিএম-এর দেওয়াল লিখন। ১০ মার্চ মালয়লাম মনোরমা পত্রিকায় প্রকাশিত।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পশ্চিমের আর এক রাজ্য গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনের কথা। সেখানেও ভাবনগর কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যানারগুলিতে আঁকা হয়েছিল সোনিয়া গান্ধীর বিরাট বিরাট ছবি।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে ওরা আনে উপহার — পুঁজিপতিশ্রেণীর আশীর্বাদ, জনগণের প্রাণের বিনিময়ে।

(তথ্যসূত্রঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২৯-৪-০৪, বর্তমান, প্রতিদিন ৩০-৪-০৪)

শত শত কোটি টাকা পি এফ বকেয়া

তবু মালিকদের শাস্তি হয় না

এই ভোটের মরশুমে অটলবিহারীজি'র 'ভারত উদয়'-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ রাজ্যে যখন 'বঙ্গ উদয়'-এর প্রবল ঢক্কা নিনাদে আকাশ-বাতাস কাঁপছে, ঠিক তখনই 'রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড' কমিশনার এ এম রাজু জানিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়ার পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা। শ্রমিকদের এই ন্যায্য পাওনা বাকি রাখায় সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থানে।

সারা দিন ধরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন ঠিকভাবে মেটাতে না পেরে বঞ্চিত ক্ষুব্ধ শ্রমিক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে কখনো যদি মালিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় বা কাজ বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে 'গেল গেল' রব ওঠে। পুঁজিমালিকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এ রাজ্যের বামপন্থী তক্মা-আঁটা নেতা-মন্ত্রীরা শ্রমিক-ধর্মঘটের বিরুদ্ধে গলা ফাটাতে থাকেন। কল-কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ হিসাবে শ্রমিক-আন্দোলনের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন বরদাস্ত না করার হুমকি দিতে তাঁদের আটকায় না। অথচ শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের কেটে নেওয়া টাকা মালিকরা যখন জমা দেয় না, মালিকদের দেয় টাকাও বকেয়া ফেলে রাখে, তখন কিন্তু এইসব নেতা-মন্ত্রীদের তার বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায় না।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের দেওয়া একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে গত ২৬ বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গ প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়ায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। গত বছর পর্যন্ত এই বকেয়া টাকার পরিমাণ ছিল ৩২৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা, এ বছরে আরো ১৭৫ কোটি ১ লক্ষ টাকা বেড়ে মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। রাজ্যের মোট ১৭ হাজার কারখানায় এই টাকা বাকি পড়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে গত বছর পর্যন্ত এই বকেয়া টাকার মধ্যে মাত্র ৪৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা আদায় করা গিয়েছে। বাকি ২৭৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা নানা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মালিকরা এব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। যেমন বেশ কয়েকটি চটকলের মালিক অরুণ বাজোরিয়ার শ্রমিকদের পি এফ বাবদ বকেয়ার পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা। বহু চেষ্টাতেও তিনি এটাকা জমা না দেওয়ায় কেন্দ্রীয় পি এফ দপ্তর বাজোরিয়ার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেবে বলে স্থির করে। খবর পেয়েই বাজোরিয়া পি এফ দপ্তরের আগে হাইকোর্টে চলে যান। হাইকোর্ট আদেশ দেয় যে, বাজোরিয়ার বিরুদ্ধে পি এফ দপ্তর কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না এবং বাজোরিয়া তার বকেয়া টাকা ৮ বছর ধরে কিস্তিতে জমা দিতে পারবে। অর্থাৎ অপরাধীর শাস্তি দূরের কথা, তার অপরাধকেও লঘু করে দিল আদালত। বাজোরিয়া কোটি কোটি টাকার মালিক, সব কিছুই তাদের কব্জায়। শ্রমিকদের কিছুই নেই, শুধু শ্রম করার শক্তি ছাড়া। সেই শ্রমিকরা লুণ্ঠিত বঞ্চিত হতে হতে যদি কখনও সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয় ধর্মঘট বন্ধ করে, তৎক্ষণাৎ মালিকদের সাথে সুর মিলিয়ে প্রচারমাধ্যম হৈ চৈ শুরু করে দেয়।

এ বছর যে ৫০০ কোটি টাকা বকেয়ার হিসাব কমিশনার সাহেব শুনিয়েছেন, তার কতটা আদায়যোগ্য, আর কতটা পুঁজি-মালিকদের পকেটে যাবে — তার হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। তারই সঙ্গে পাওয়া যায়নি প্রভিডেন্ট ফান্ড বাকি পড়া এই ১৭ হাজার কারখানার লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের হিসাব। অদূর ভবিষ্যতে ছাঁটাই হয়ে গেলে, কিংবা মালিকের বদান্যতায় কারখানায় লালবাতি জ্বললে এই হতভাগ্য শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে যে বঞ্চনার জ্বালা জুড়াবেন না — জোর দিয়ে এ কথাও বলা যায় না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এ ঘটনা ঘটছে সেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যেখানে ২৭ বছর ধরে ক্ষমতাসীন সরকার নিজেদের 'বামপন্থী' বলে জাহির করে আসছে। আসলে 'বামপন্থা'র স্লোগান এদের কাছে নিজেদের শ্রমিকবিরোধী কার্যকলাপ আড়াল করার একটা আবরণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এই সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের গদিতে আসীন দলগুলি 'বামপন্থা'র মর্যাদা রক্ষায় সত্যই যদি আন্তরিক হতো, তাহলে শ্রমিক দরদের গালভরা বুলি আওড়ানোর চ্যাম্পিয়ান না সেজে পুঁজিমালিকদের এই চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠিত করে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের এগিয়ে আসতে দেখা যেত।

বর্ধমান

এস ইউ সি আই'র রাজনৈতিক বক্তব্য জনগণকে আকর্ষণ করছে

বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্র টিভি, খবরের কাগজ প্রচার না দিয়ে এস ইউ সি আই-কে জনগণের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চাইলেও, টাকা-পয়সার অভাবের ফলে যতসংখ্যক ব্যাপক ওয়ালিং বা হ্যান্ডবিল বা মাইক নিয়ে মিটিং করার কথা, তা না পারলেও বর্ধমান জেলার গরিব চাষী, মজুর, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে এই দলটির নাম ছড়িয়েছে এবং সহজাত শ্রেণীবোধ থেকে এই দলটিই যে গরিব মানুষের যথার্থ স্বার্থরক্ষাকারী বিপ্লবী শক্তি তা খানিকটা হলেও ধরতে পেরেছে বলেই অসীম মমতায় এই দলকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

কালনা শহরে আমাদের কর্মীরা ওয়ালিং করতে গেলে এলাকার বেশ কিছু যুবক জড়ো হয়ে তা দেখতে থাকেন এবং আমাদের কর্মীদের কালনায় ভোট ও সংগঠনের নিয়মিত কাজ করে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমাদের কর্মীরা বলে, আমরা তো ঘরের খোঁজ করছি, পাচ্ছি না। আপনারা যদি একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে পারেন তো আমরা এখনই, এখানে থেকে কাজ শুরু করতে পারি। ঐ যুবকরা একদিন পর ঘর ঠিক করে দেন এবং বলেন, আপনারা শুরু করুন, আমরা যতটা পারি সাহায্য করব। কালনা কোর্টের একজন অ্যাডভোকেট বুলেটিন কেনেন এবং অন্যদের কিনতে উৎসাহিত করে বলেন, 'আমি তৃণমূল করলেও বুঝি, এই দল করে কোন লাভ নেই। কিন্তু নানাভাবে জড়িয়ে গেছি। সময় লাগবে জট ছাড়াতে। দল এই একটাই আছে এস ইউ সি আই, যারা একটা উন্নত আদর্শ ও চরিত্র নিয়ে মানুষের স্বার্থে লড়াই করছে।' তিনি আমাদের কর্মীদের নিয়ে একটি দোকানে গিয়ে চা-বিস্কুট খাওয়ান এবং 'বারে'র অন্যান্য উকিলদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মন্তেশ্বর এলাকায় আমাদের কয়েকজন কর্মী প্রচারে গেলে সি পি এম-এর নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কেন এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটি কেনেন এবং বলেন, 'সি পি এম-এর বহু সৎ কর্মী আজ দলটির কার্যকলাপে হতাশ। আপনাদের দলের কথা অনেকেই জানতে চায়। আপনারা এখানে ভাল করে কাজ করুন। অনেকেই সি পি এম-এর ভয়ে চুপচাপ আছে। আপনাদের কথাই অনেকে ভাবছে।' কুসুমগ্রামের (মন্তেশ্বর থানা) একটি দুঃস্থ ছেলে বাজারে সরবৎ বিক্রি করে কায়ক্লেশে দিন চালায়। আমাদের কর্মীরা ওখানে ঘর নিয়ে কাজ শুরু করার পর থেকেই সে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। ঐ গঞ্জেরই আর একজন সাইকেল মেরামতি দোকানের যুবক মালিক আমাদের বুলেটিন পড়ে আকৃষ্ট হয়ে নানাভাবে দলের কাজে সাহায্য করছেন। মন্তেশ্বর থানার বহু পুরনো এক সি পি এম নেতা বলেছেন, 'তোমাদের জানলাম বৃদ্ধ বয়সে। এখন শরীরে জোর নেই, দুঃখ হচ্ছে দৌড়োদৌড়ি করে তোমাদের সাহায্য করতে পারব না বলে। আমার চেনাজানাদের তোমাদের নেতার সাথে বসাতে চাই।' কালনা কোর্টে প্রচারের সময় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিজেকে সি পি এম-এর কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে বলেন, 'আমরা কিছুকাল হলো গ্রামের সবাই সি পি এম ছেড়েছি। আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। ভাল সময়ে যোগাযোগ হয়ে গেল।' গ্রামে মিটিং-এর দিন ঠিক করে ভদ্রলোক চলে গেলেন। আউসগ্রাম থানার অবসরপ্রাপ্ত এক প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বললেন, '৯৮ সালে প্রাইমারিতে ইংরেজি ফিরিয়ে আনার দাবিতে এস ইউ সি আই দল বাংলা বন্ধ ডেকেছিল। সি পি এম-এর শিক্ষক সংগঠনের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা স্কুলের সবাই সমর্থন করে বন্ধ করি। সি পি এম-এর নেতাদের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব হয়। সি পি এম আর বামপন্থী নীতি নিয়ে চলছে না। আপনারাই ভরসা।' এই থানারই আর এক গ্রামের বহু মানুষ সি পি এম-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'গণতন্ত্র মঞ্চ' বলে একটি সংগঠন করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই বলছেন, 'আপনারাই সঠিক নীতি আদর্শ নিয়ে চলছেন। বাকি সবাই পচে গেছে।' আউসগ্রামে ব্লক অফিসের কাছে দেওয়াল লিখন চলাকালীন এক ভদ্রলোক বলেন, 'আমি এখানে সি পি এম-এর একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী। আমাদের দল দিয়ে কিছু হবে না। আপনারাই পারবেন। ভোটের পরে আলোচনায় বসব।' ঐ ব্লকেরই খতন্দগড় গ্রামের একজন গরিব দিনমজুর পার্টির পরিচয় জেনে বলেন, 'আমার বাবা এই এলাকার গরিব মানুষের নেতা ছিলেন। বাবার সঙ্গে আমিও সি পি এম করতাম। এখন জোতদার, ধনী চাষী, ব্যবসাদাররা পার্টির নেতৃত্বে। আপনাদের কথা শুনেছি। আপনাদের নিয়ে মিটিং করতে চাই।' জোর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঐ দরিদ্র মানুষটি কর্মীদের মিষ্টি-চা খাইয়ে তবে ছাড়েন। গরিব মানুষের এই আন্তরিকতা আমাদের কর্মীদের হতবাক করে দিয়েছে। আসানসোল মহকুমার বরাকর নদীর ধারে এক দরিদ্র গ্রামের দিনমজুরির ভরসায় দেনাগ্রস্ত মানুষেরা বলেন, 'কংগ্রেস-সি পি এম-তৃণমূলের নেতারা সবাই আমাদের ঠকিয়েছে। আপনাদের কথা শুনে আশা জাগছে যে, গরিবরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।'

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রহসন

একের পাতার পর

মুম্বই-এর সাউথ সেন্ট্রাল লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

মহারাষ্ট্রের ৪৮টি আসনের ১৫ শতাংশ প্রার্থীর বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জন বিজেপি জোটের প্রার্থী এবং ৭ জন এনসিপি-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী। অন্ধ্রের এক মন্ত্রী, দুই প্রাক্তন এম পি, ১৬ জন এম এল এ, একজন মহিলা সহ ৫১ জন ব্যক্তি যারা এবারের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদের নামে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। ওড়িশায় ২১টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের নামে ক্রিমিনাল চার্জ রয়েছে। কর্ণাটকে লোকসভা ও বিধানসভা মিলিয়ে ১২০ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের নথি রয়েছে। এই অভিযুক্তদের মধ্যে ২০ জন বিজেপি প্রার্থী, ২০ জন জনতা (এস) ও ১২ জন কংগ্রেসের প্রার্থী। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র উত্তরপ্রদেশ, যেখানে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিই প্রচলিত, সেখানে যে যত বড় ক্রিমিনাল সেই তত সম্মানিত ব্যক্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা তার তত বেশি; যেমন রাজাভাইয়া, প্রতাপগড়ের প্রতাপ সিং যিনি গোপালজী নামে খ্যাত। গুজরাটও বিহার বা ইউ পি'র থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। কংগ্রেসের বড় হাতিয়ার ভাগেদ্রার সত্যজিৎ গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে ২০ পিপে ভোজ্য তেল চুরি সহ বহু ক্রিমিনাল চার্জ রয়েছে। আমেদাবাদের বিজেপি প্রার্থী হারিন পাঠক ১৯৮৫ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যুক্ত থাকা ও কনস্টেবল খুন করা সহ অসংখ্য অভিযোগে অভিযুক্ত।

পশ্চিমবাংলায় সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ২৭ বছরের শাসনকালে বহু সমাজবিরোধীকে যেমন সিপিএম রাজনীতিতে পুনর্বাসন দিয়েছে, আবার দলের বহু কর্মীকে ক্রিমিনাল বানিয়েছে। মন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাসের নামে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলীর নামেও বহু ক্রিমিনাল অভিযোগ রয়েছে। সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষ অপরাধের ব্যাপারে পাকা খেলোয়াড় বলে পরিচিত।

নির্বাচন কমিশন যতই 'ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার' নির্বাচন করার কথা ঘোষণা করুক না কেন, যতই প্রার্থীদের সম্পত্তির হিসাব ও ক্রিমিনাল চার্জের এফিডেভিট নিক না কেন, পরিষদীয় রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত ও ক্রিমিনালমুক্ত করা কোন নির্বাচন কমিশনারের পক্ষেই আজ আর সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ আজ চূড়ান্ত অবক্ষয়িত, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল। এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার রক্ষক বা পরিচালকরা কখনো দুর্নীতি মুক্ত থাকতে পারে না। জনমুখী নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জিতে সরকারে বসার পর বুর্জোয়াদলগুলি একের পর এক জনবিরোধী কার্যক্রম নেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায়। ফলে ভোট সম্পর্কে জনগণের অনাস্থা ও ক্ষোভ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর দলগুলি ক্রমাগত জনসমর্থন হারিয়ে ফেলায় তারা মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার, রিগিং প্রভৃতি নানা দুর্নীতির পথে জবরদস্তি সরকারি ক্ষমতা দখল করে। এখন ভোট মানে দাঙ্গা, খুন, সন্ত্রাস, কোটি কোটি টাকার খেলা। বুর্জোয়া দলগুলি আগে খুনি, গুণ্ডা, সমাজবিরোধীদের ব্যবহার করে ভোটে জিততো ; সাধারণত, দলের মধ্যে সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিত না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, পুঁজিবাদের পচন যত বাড়ছে, রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি তত বিস্তৃত ও নগ্ন হচ্ছে এবং বুর্জোয়া দলগুলির নেতা কর্মীদের 'ভাল মানুষের মুখোশ' খুলে যাচ্ছে। তারা বেশি বেশি করে সমাজবিরোধীদের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে। আগে এই সমস্ত দল দুর্বৃত্তদের নিয়ন্ত্রণ করত, এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, দুর্বৃত্তরাই প্রকৃতপক্ষে এই দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। চোর, দুর্নীতিবাজ, সমাজবিরোধী, মাফিয়া, খুনি-ডাকাতদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের দোস্তি এখন আর লুকোছাপার ব্যাপার নেই। এখন তাই আড়ালে না থেকে, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে শুধু তলে তলে বোঝাপড়া না রেখে ক্রিমিনালরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের রাস্তায় নেমেছে। এখন বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতা ও ক্রিমিনালরা সমগোত্রীয় হয়ে উঠছে।

নির্বাচন কমিশন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার কথা যতই বলুক, কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আজ আর তা সম্ভব নয়। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীই চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়ে জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ তারাই নষ্ট করছে। সত্যিকারের জনস্বার্থের প্রতিনিধি নির্বাচনে জিতে আসুক, এমন পরিস্থিতি যে কোন মূল্যে তারা আটকাতে চায়। এমনকী শোষিত গরিব জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধিরা যাতে নির্বাচনে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য তারা প্রার্থীদের জামানতের টাকার পরিমাণও বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সাথে সাথে পরিষদীয় ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মোহ ও আস্থা টিকে থাকুক, এটাও বুর্জোয়াশ্রেণী নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই চায়। তাই ভোটের প্রতি, বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি জনসাধারণ যে ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলছে সেজন্য পুঁজিপতিশ্রেণী উদ্বিগ্ন। ভোটের ওপর জনগণের আস্থা ফেরাতে তাই নির্বাচন কমিশনকে একটা স্বাধীন নিরপেক্ষ সংস্থা হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যে নাকি ভোট ব্যবস্থার গলদগুলি দূর করার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। অথচ বাস্তবে কমিশন কী করছে? কিছু লোক দেখানো গরম গরম কথা বলছে আর দুর্নীতির অভিযোগে কয়েকজন আমলাকে এদিক ওদিক বদলি করে দিয়ে দেখাতে চাইছে যেন নির্বাচনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে তারা সত্যিই বদ্ধপরিকর। এইভাবে জনমনে নির্বাচন সম্পর্কে আস্থা তারা ফেরাতে চাইছে।

এবারের নির্বাচনেও প্রথম দুই দফার ভোটে যে অভূতপূর্ব সন্ত্রাস, হত্যা, রক্তপাত ও রিগিং হল তা থেকে পরবর্তী পর্যায়গুলিতে কী ঘটবে তা নিয়ে গুরুতর আশঙ্কা থেকেই যায়। অস্ত্রের জোরে বুথ দখল রিগিং এসব বাড়তেই থাকবে, যাকে রোধ করার বাস্তব ক্ষমতা বা চেষ্টা কোনটাই কার্যত নির্বাচন কমিশনের নেই। পুঁজিবাদের সঙ্কট আরও যত বাড়বে, বুর্জোয়া দলগুলো তত আরও বেশি জনবিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত হবে, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন তত আরও বাড়বে। আজও যতটুকু গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধ মরতে মরতেও টিকে আছে — তাও মরবে। একমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে এবং তেমন প্রার্থীদের নির্বাচনে জেতাতে পারলেই এই অবস্থাকে কার্যকরীভাবে আটকানো সম্ভব।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

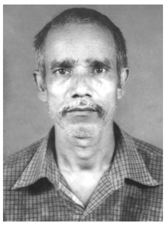

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর ১নং ব্লকের অন্তর্গত বাঁটরা গ্রামের এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড এচাহাক লস্কর দীর্ঘদিন ক্যান্সার রোগাক্রান্ত থাকার পর গত ২৫ এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। দলের আদর্শে পরিচালিত জীবন সংগ্রামের দ্বারা তিনি যে সমস্ত গুণের অধিকারী হয়েছিলেন তা সকলের কাছে ছিল প্রেরণার উৎস। বিড়ি শ্রমিক কমরেড লস্কর ছিলেন অতি নির্লোভ চরিত্রের অধিকারী। ক্যান্সারে ভোগার সময়ও সকলকে দলের জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাঁটরা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কমরেড এচাহাক লস্কর লাল সেলাম

কুলতলিতে সন্ত্রাস

একের পাতার পর

মৈপীঠ অঞ্চলে এস ইউ সি আই প্রার্থীর সমর্থনে কোনরকম প্রচার, দেওয়াল লিখন, পোস্টারিং, পথসভা করতে দেওয়া হয়না। এমনকি ভোটের দিন আমাদের দলের পোলিং এজেন্টদের বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। কয়েকটি বুথে যদি বা ঢোকা সম্ভবও হয়, সিপিএম গুণ্ডাবাহিনী এসে ভোট শুরু হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে তাদের জোর করে বুথ থেকে বের করে দেয়। এসব বুথে তারপর যথেচ্ছ রিগিং চলে, মেশিনে বোতাম টিপে সিপিএম বাহিনী ভোটদানের হার ৯৮ শতাংশে নিয়ে যায়। বন্দুকের মুখে প্রিসাইডিং অফিসারেরা লিখে দিতে বাধ্য হন যে, 'ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে'। এইসব বুথগুলিকে সবচেয়ে উত্তেজনাপ্রবণ 'এ' ক্যাটাগরির বুথ রূপে চিহ্নিত করার জন্য বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও 'সি' ক্যাটাগরির বুথের আওতায় এগুলিকে ফেলে দেওয়া হয়, সশস্ত্র কার্যকরী পুলিশবাহিনীর পরিবর্তে এগুলির নিরাপত্তার ভার দেওয়া হয় হোমগার্ডদের। ভ্রাম্যমাণ সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর ব্যবস্থা থাকে না, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকও পাওয়া যায় না। ফলে, সুন্দরবনের মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সিপিএম মস্তানবাহিনীর যথেচ্ছ কারচুপি চালাবার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। জয়নগর বিধানসভার অন্তত ৬ টি বুথের ক্ষেত্রে সশস্ত্র পুলিশ দেওয়ার দাবি করা হয়েছিল, তাও দেওয়া হয়নি।

একই অবস্থা এখনও চলছে। বরং কুলতলি থানার ওসি ও অন্যান্য অফিসারেরা এখন প্রকাশ্যেই সিপিএমের হয়ে কাজ করছেন। তাঁরা সিপিএম নেতাদের সাথে একই মোটর সাইকেলে ঘুরছেন, থানার মধ্যে, ওসির কোয়ার্টারে সিপিএম নেতাদের সাথে গোপন বৈঠক করছেন। সিপিএমের হামলার বিরুদ্ধে নিরীহ মানুষ, অন্য রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে, পুলিশ অভিযোগ নেওয়া দূরের কথা, উল্টে যারা অভিযোগ জানাতে যাচ্ছে, তাদেরই লক-আপে বন্দী করছে। সাধারণ মানুষ কোনও প্রয়োজনে থানায় গেলে, স্বয়ং ওসি তাদের বলছেন, "সিপিএম বড় পার্টি, তোমরা সিপিএম করো।" সিপিএমের খুনী বাহিনী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ কিছুই বলছে না। ওসি'র আপত্তিকর ভূমিকার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে, কোনও ফল হয়নি।

এবার লোকসভা নির্বাচনের মুখে সিপিএম কীরকম পরিকল্পিতভাবে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে তৎপর হয়েছে, তিনটি ঘটনা তা বুঝতে সাহায্য করবে।

গত ১৪ এপ্রিল দেউলবাড়ি অঞ্চলে একটি গ্রাম্য ঝগড়া মিটমাট হয়ে যাওয়ার পরও সিপিএম সেটাকে খুঁচিয়ে তুলে পুলিশকে তদন্তের নামে দুর্গাপুর গ্রামে নিয়ে যায়। পুলিশ ঘরে ঘরে খানা-তল্লাশির নামে হেনস্থা করে। মহিলারা এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় পুলিশ মহিলাদের এমন মারধোর করে যে, ৬ জনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। একজন মহিলাকে মাথায় আঘাত নিয়ে কলকাতায় বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই সিপিএম করাল, যাতে ভোটের আগে ঘরে ঘরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা যায়। ১৭ এপ্রিল মৈপীঠের বিনোদপুর গ্রামে এস ইউ সি আই কর্মী অজিত পালকে সিপিএম-এর লোকেরা ডেকে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। এরপর থেকে অজিত পালের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে, বিনোদপুর গ্রামে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তারপর ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে কুলতলির জালাবেড়িয়া অঞ্চলে প্রকাশ্যে হাটের মধ্যে সিপিএম ঘাতকবাহিনী এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড সইদুল সর্দারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। একের পর এক এই ঘটনাই দেখিয়ে দেয় যে, কুলতলি থানার পুলিশ অত্যন্ত নগ্নভাবেই শাসক সিপিএম দলের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। এই অবস্থায় সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন কী আদৌ সম্ভব ?

এজন্যই এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এস কৃষ্ণমূর্তি ও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ নির্বাচন পর্যবেক্ষক আফজল আমানুল্লার কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে ২ এপ্রিল একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে ঃ

(ক) কুলতলির বর্তমান ওসিকে অবিলম্বে অপসারণ,

(খ) নিরপেক্ষ নির্বাচন কর্মী নিয়োগ,

(গ) বিশেষত উপদ্রুত অঞ্চলগুলির জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন থেকে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ,

(ঘ) রাজ্য পুলিশের পরিবর্তে সি আর পি এফ নিয়োগ, সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মীদের ভ্রাম্যমাণ বাহিনী বিশেষত উপদ্রুত অঞ্চলের জন্য ব্যবস্থা করা,

(ঙ) নাবালক ও ভুয়া ভোটারদের ভোটদান থেকে বিরত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

(চ) সমগ্র ভোটদান পর্বে স্থানীয় পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করা।

ঐ চিঠিতেই কুলতলি বিধানসভা এবং জয়নগর বিধানসভার অন্তর্গত গ্রামপঞ্চায়েতের বিশেষ বিশেষ বুথগুলি উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য যথোপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জরুরি।

এস ইউ সি আই-এর ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সভা-সমাবেশ

(গত সংখ্যার পর)

কর্ণাটক

২৪ এপ্রিল সকালে, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহীশূর পার্টি অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। বিকালে পার্টি অফিসের হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভাষণে তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান যে, দেশের সকল সংসদীয় দলই শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের নীতি অনুসরণ করছে। একমাত্র এস ইউ সি আই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে জনগণের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করছে। পার্টি যখন জনগণের নানা আন্দোলনে নিয়োজিত, তখনই দেশে নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পার্টি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসাবেই নির্বাচনী লড়াইয়েও নেমেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম চালানোর পাশাপাশি উন্নততর বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করার জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনসংগ্রামকে তীব্রতর করতে উপস্থিত কর্মীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

বাঙ্গালোর

মালেশ্বরম-এর গান্ধী সাহিত্য সংঘ হলে ২৮ এপ্রিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্ণাটক রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বলেন, বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ নীতি, যা জনজীবনে সর্বনাশ ডেকে আনছে, তা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস, বিজেপি ও জনতা দল (ইউ)-এর মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। এরা প্রত্যেকেই পুঁজিপতিশ্রেণীর শিবিরকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এই বিশ্বায়নের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্রতর করার ও শেষপর্যন্ত পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার শপথ দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন করে আমাদের নিতে হবে।

বাঙ্গালোর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ডাঃ বি আর মঞ্জুনাথ বলেন, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, মার্কসবাদ একটা নিছক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়, এটা জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করা এক মহৎ দর্শন। পার্টি গড়ে তোলার সূচনাকালের কঠিন সময়ে তাঁর সংগ্রাম ও শিক্ষাগুলি আজও আমাদের কাছে জীবন্ত প্রেরণা। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ডাঃ সুনীত কুমার সভাপতিত্ব করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে শুরু ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

দিল্লি

পার্টির ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দিল্লি রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির ডাকে ২৫ এপ্রিল দিল্লির শ্রদ্ধানন্দ কলোনির সি ব্লকে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সত্যবান। সভাপতিত্ব করেন দিল্লি সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ শামল। এছাড়াও পূর্ব দিল্লি কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড হরিশ ত্যাগী বক্তব্য রাখেন। দেশের মাটিতে সত্যিকারের সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিকগুলি কমরেড শামল তুলে ধরেন।

প্রধান বক্তা কমরেড সত্যবান বলেন, ঐতিহাসিকভাবে জরাগ্রস্ত পুঁজিবাদ জনগণের কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারেনা, বরং গরিবি ও বেকারির সমস্যা পুঁজিবাদে আজ আরও তীব্র হচ্ছে। ফলে, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করে নিছক সরকার বদল করার দ্বারা জনগণের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কমরেড হরিশ ত্যাগী বলেন, নির্বাচনী লড়াইকে এস ইউ সি আই গণসংগ্রামের অংশ হিসাবেই দেখে।

কেরালা

কেরালার বিভিন্ন অঞ্চলে পার্টি অফিসগুলিতে রক্তপতাকা উত্তোলন, কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যাজ পরিধান ও জনসভার মধ্য দিয়ে পার্টি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। ২৪ এপ্রিল ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান বক্তা কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, বুর্জোয়া দলগুলির মতই মেকি মার্কসবাদী সিপিএম, সিপিআইও যেকোনভাবে সরকারি গদি দখলের জন্য যাবতীয় অনৈতিক পথ গ্রহণ করছে। একমাত্র এস ইউ সি আই দলই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান পতাকা উর্ধ্বে তুলে, উন্নত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আধারে দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা ও জনগণকে সকল সমস্যার মূল কারণ শোষণমূলক পুঁজিবাদকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ঐদিন কেরালার কোট্টায়াম ও আলেপ্পির জনসভায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভি ভেনুগোপাল।

মহারাষ্ট্র

বোম্বে-থানে জেলা সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে ২৫ এপ্রিল পারেল-এর সিরোদকার হাইস্কুলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড ওমপ্রকাশ মৌর্যর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড অনিল ত্যাগী। অন্যান্য বক্তা ছিলেন ভিওয়ান্দি ইউনিট ইনচার্জ কমরেড কুমার কুলশ্রেষ্ঠ, জেলা সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড জয়রাম বিশ্বকর্মা, কমরেড উমাশঙ্কর মৌর্য, নাগপুর জেলা সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড মাধব ভোন্দে ও নাগপুরের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড নন্দিনী।

কমরেড ত্যাগী বলেন, মানুষের জীবনের সমস্যাগুলির জন্য মূল দায়ী যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা — এই সত্য থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে আত্মঘাতী সংঘর্ষে ফাঁসিয়ে রাখতেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আমদানি করা হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামিতার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জরুরি প্রয়োজনের দিকটি তুলে ধরেন কমরেড কুলশ্রেষ্ঠ। ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে মূল্যবান পথ নির্দেশ কমরেড শিবদাস ঘোষ দিয়ে গেছেন, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনে তা চর্চা করার জন্য আহ্বান জানান কমরেড মাধব ভোন্দে। কমরেড নন্দিনী বলেন, 'নারীদের সম্পর্কে আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য সকল রাজনৈতিক দল থেকে ভিন্ন।'

ছত্তিশগড়

ছত্তিশগড় রাজ্যের দুর্গ-এ ২৪ এপ্রিল যথাযোগ্য মর্যাদায় পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। এদিন পার্টি কার্যালয়ে রক্তপতাকা উত্তোলন করে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান কমরেডরা। এই উপলক্ষ্যে 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটি যৌথভাবে পাঠ করা হয়।

ঘাটশিলা

ঘাটশিলায় মার্কসবাদ- লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার শিক্ষাকেন্দ্রে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এস ইউ সি আই-এর ৫৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে শিক্ষাকেন্দ্রে মূল ভবন রক্তপতাকা ও ব্যানার দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জমূর্তির পাশে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন শিক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কমরেড মলয় বোস। এরপর মূর্তিতে মাল্যদান করেন কমরেড মলয় বোস এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সীতারাম টুডু। মূল ভবনে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং ও কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বিকাল ৩টায় ঘাটশিলা রেলওয়ে স্টেশন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় এলাকার সাধারণ মানুষ যোগ দেন। কমরেড মলয় বোসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন ঝাড়খণ্ড ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মোহন সিং এবং প্রধান বক্তা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য জামসেদপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড সীতারাম টুডু। কমরেড টুডু বলেন, দেশে সত্যিকারের একটি কমিউনিস্ট দল না থাকার জন্য আজ থেকে ৫৬ বৎসর আগে এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা করেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। আজকের দিনে গরিব খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থেই গণআন্দোলন গড়ে তুলতে এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে সভার কাজ শুরু হয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রাঁচি

ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে এস ইউ সি আই-এর ৫৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ভাবগম্ভীর পরিবেশে মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়েছে। রাঁচির পার্টি অফিসে সকাল ১০টায় পার্টির কর্মী ও সমর্থকরা সমবেত হন। অফিসে সর্বহারার মহান নেতা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং ও শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করা হয়। পার্টির রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি। কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড রবীন সমাজপতি এবং বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড এস বি সিংহ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আজ এমন একটা সময়ে পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবস আমরা পালন করছি যখন গোটা দেশে নির্বাচনের ঢাক বাজছে। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ শিখিয়েছিলেন যে, ভোটের দ্বারা জনসাধারণের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয় না। তার জন্য প্রয়োজন ধাপে ধাপে আন্দোলন গড়ে তুলে, জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। আর এরজন্য চাই একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল। ফলে আজ যারা জনতার সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চাইবেন তাঁদের প্রকৃত বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করা ও তার নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

সভা শেষ হয় আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে।

নদীয়া

মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া ভারতবর্ষের একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী নদীয়ায় উদ্‌যাপিত হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়। ২৪ এপ্রিল সকালে পার্টির কার্যালয়গুলিতে পতাকা উত্তোলন, শপথবাক্য পাঠ এবং বিকালে এলাকায় এলাকায় জনসভা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে জেলার নেতারা বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকা ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে দলের সদস্য-সমর্থকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

কৃষ্ণনগরের সভায় জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শেখ খোদাবক্সের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী। রাণাঘাটে বক্তা ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। চাপড়ার ইসলামগঞ্জ হাই মাদ্রাসায় বক্তা ছিলেন জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড মৃদুল দাস। নাকাশীপাড়া থানার বেথুয়াডহরীর দলীয় কার্যালয়ের সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মিলন মজুমদার ও কমরেড কোরবান আলি শেখ। কালীগঞ্জ থানার রাধাকান্তপুরের সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বসির আহমেদ। ভুরুলিয়ার সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড হরোজ আলি শেখ ও কমরেড কামালউদ্দিন। তেহট্ট থানার বারুইপাড়ার সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য মোসাবউদ্দিন মণ্ডল। ধাওয়াপাড়ায় বক্তব্য রাখেন কমরেড জাকিমুদ্দিন শেখ।

মেদিনীপুর

দলের খড়্গপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে গত ২৪ এপ্রিল ভবানীপুরে অবস্থিত এস ইউ সি আই কার্যালয় সংলগ্ন মাঠে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড বিমল চ্যাটার্জী। কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান এবং তাঁর নামে রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এ বারের ২৪ এপ্রিল যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের আহ্বান নিয়ে দলের কর্মী-সমর্থক-দরদী সহ আপামর শোষিত মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে তা বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন প্রধানবক্তা দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড অশোক মুখার্জী। তিনি বলেন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী রাজনীতি আজ শোষিত মানুষের কাছে দলের গ্রহণযোগ্যতাকে দিনের পর দিন বাড়িয়ে তুলছে। এস ইউ সি আই-এর শক্তিবৃদ্ধির ওপরই নির্ভর করছে শোষিত মানুষের মুক্তি। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

হাওড়া

হাওড়া জেলা কমিটির অফিসের সামনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ঐতিহাসিক ২৪ এপ্রিল পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়।

অফিসের সামনে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন হাওড়া টাউন কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত। উপস্থিত কমরেডরা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান করেন হাওড়া টাউন কমিটির সদস্য কমরেড শ্রীরূপ দাস। পরিশেষে একটি সুসজ্জিত মিছিল আশপাশের এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

গমচাষীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

আবারও মার খেলেন কোচবিহার জেলার গমচাষীরা। জেলা কৃষি দপ্তর থেকে দেওয়া মিনিকিটের গমের বীজ বপন করেও কোন ফলন তাঁরা পাননি। গমের গাছে একটা দানাও হয়নি বলে দিনহাটার চৌধুরীহাটের কৃষক গজেন সরকার রাগে ক্ষোভে গম খেতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে ২০০২ সালে গোটা কোচবিহার জেলা জুড়ে এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে কৃষকরা এমনিভাবে মিনিকিটের গমের চাষ করতে গিয়ে মার খেয়েছিলেন। এই গমবীজ থেকে গাছ হলেও কেন গম হয়নি, গত দু'বছরে রাজ্যের কৃষি দপ্তর তার কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। তখন দায়িত্ব এড়াতে কৃষি দপ্তরের কর্তারা বলেছিলেন, মাটিতে অণুখাদ্যের অভাবে গম হয়নি। এবার অণুখাদ্য হিসাবে গম বীজের সঙ্গে বোরন সরবরাহ করা হয়, দেওয়া হয় সারও। তাহলে এবার কেন ফলন হল না? এবার দপ্তরের কর্তারা আরেক বাহানা হাজির করেছেন, বলেছেন মাটির দোষ। কৃষকরা প্রশ্ন তুলেছেন, যদি মাটির দোষই হবে তাহলে মিনিকিট বিতরণ করা হল কেন? কেনই বা কৃষি দপ্তর ঐ গ্রামের মাটি পরীক্ষা না করে মিনিকিটের বীজের একটি মডেল প্রদর্শনী খেত তৈরির প্রস্তাব দেন গজেনবাবুকে? কৃষি দপ্তর এসব প্রশ্নের কোন উত্তর দিচ্ছেন না। কৃষি দপ্তরের এই দায়িত্বহীনতা নিরসনে বামফ্রন্টের কৃষিমন্ত্রী-ই বা কী ভূমিকা নিয়েছেন? কৃষকরা দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে কৃষি দপ্তরকে যথাযথ বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক অনুসন্ধান চালিয়ে এর কারণ জানাতে হবে। ফলন না হওয়ার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে হবে।

এদিকে কৃষি দপ্তরে বীজ সরবরাহ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সংবাদে প্রকাশ, এই বীজ সরবরাহ করেছে কৃষিমন্ত্রীর পুত্রের একটি সংস্থা। বীজগুলির গুণগত মান বিচার না করে কেন কিনে নেওয়া হল এ প্রশ্নও উঠেছে। বীজ কেনায় এই দুর্নীতির অবিলম্বে তদন্ত করতে হবে। সরকারের দেওয়া বন্ধ্যা বীজ চাষ করে যে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অবিলম্বে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে — এই দাবি জানিয়েছেন কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের (কে কে এম এস) কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড নৃপেন কার্যী।

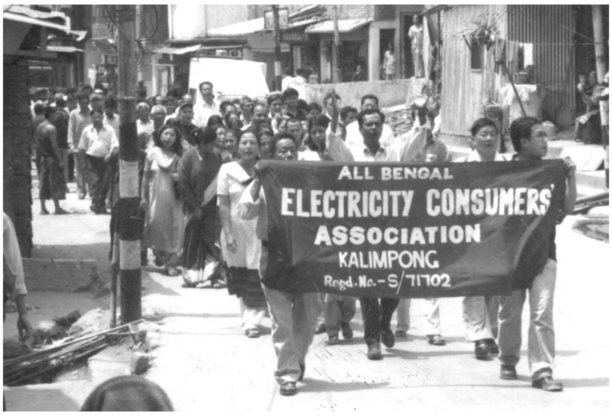

কালিম্পং-এ বিদ্যুৎ পর্ষদের এ.ই. ঘেরাও

বিদ্যুৎ পর্ষদের এ. ই.-কে বিদ্যুৎগ্রাহকরা ১৫ এপ্রিল ৩ ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন। 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' অনুযায়ী কোন বিদ্যুৎ গ্রাহকের কাছ থেকে ২ বছরের বেশি বকেয়া আদায় করা যাবে না — স্পষ্টভাবে এই উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কালিম্পং-এ বিদ্যুৎগ্রাহকদের হাজার হাজার টাকার বকেয়া বিল পাঠানো হচ্ছে, বহু জায়গায় বিদ্যুতের কাঠ ও বাঁশের খুঁটি ভেঙে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, নিয়মিত মিটার রিডিং নেওয়া, বিপজ্জনক লো-ভোল্টেজ দূর করা, অচল মিটার পরিবর্তন করা, 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' বাতিল করা, অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি চার্জ নেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ করা, গ্রাহকদের হয়রানি বন্ধ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে কালিম্পং বিদ্যুৎ পর্ষদের এ. ই.-কে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হয়। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কালিম্পং শাখা কমিটির পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় ঃ অবিলম্বে উত্তরবঙ্গের জোনাল ম্যানেজারকে কালিম্পং-এ আসতে হবে। শেষপর্যন্ত এ. ই. দিল্লিতে জোনাল ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বলেন, আগামী ১৭ এপ্রিলের পর তিনি কালিম্পং-এ যাবেন। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকার দার্জিলিং জেলার কালিম্পং শাখার সভাপতি অধ্যাপক অমৃত খালিং, শমসের আলি, বি. বি. প্রধান এবং জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল।

বিপিএল তালিকা ও প্রার্থীদের সম্পত্তি

এবারের লোকসভা নির্বাচনের হলফনামায় কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির হিসাব দিয়েছেন যাঁরা, মুখে কিন্তু অনবরত তাঁদের গরিব-দরদের বুলি। সমাজের সবচেয়ে পিছনে থাকা অংশ যে দলিতশ্রেণী, তাদের কল্যাণের কথা আওড়াতে আওড়াতে রাজনৈতিক পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছেন যে দলিতনেত্রী মায়াবতী, তাঁরও সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ কোটি টাকার কম নয়।

পশ্চিমবঙ্গও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ক্ষমতার রাজনীতি করা প্রার্থীরা এখানে কোটিতে না হলেও লক্ষে তাঁদের সম্পত্তির হিসেব দেখিয়েছেন। যদিও সকলেই জানেন, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের অধিকাংশেরই বেনামে বহু সম্পত্তি ও কালো টাকা থাকে। তাদের প্রকৃত সম্পত্তির মূল্য কত তা জনসাধারণ জানতে পারেনা।

এদেশে ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য আছে — একথা সকলেরই জানা। কিন্তু সে বৈষম্য যে কতটা প্রকট, এ রাজ্যের কয়েকটি লোকসভা কেন্দ্রের দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা এবং সেইসব কেন্দ্রেরই ভোটপ্রার্থী নেতাদের ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ পাশাপাশি রাখলেই তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে।

গরিব এই মানুষগুলি পরিবারের লোকেদের বাঁচিয়ে রাখতে, সরকারি হিসেব অনুযায়ী মাসে ২৭৫ টাকা, অর্থাৎ দৈনিক ৯ টাকা ২০ পয়সা পর্যন্ত খরচ করার সামর্থ্য রাখে না। অথচ এদেরই দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে গদিলোভী নেতারা সম্পত্তির পাহাড় বানিয়ে ফেলেছেন! ভোটের মুখে এদেরই ভাঙাচোরা ঝুপড়ির দরজায় জোড়হাতে ভোটভিক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে এইসব লক্ষপতিদের! ভোটে জিতে লোকসভায় এই বিত্তশালী নেতারাই নাকি এইসব নিরন্ন মানুষের স্বার্থে প্রাণপাত করে লড়াই করবেন!

পুরুলিয়া ঃ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষ ৪২%
প্রার্থী ঃ (১) বীরসিং মাহাতো (ফরওয়ার্ড ব্লক), সম্পত্তির পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাকা
(২) নিয়তি মাহাত (তৃণমূল কংগ্রেস), সম্পত্তির পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাকা।

মেদিনীপুর ঃ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষ ৩৭%
প্রার্থী ঃ (১) প্রবোধ পণ্ডা (সি পি আই), সম্পত্তির পরিমাণ ১২ লক্ষ টাকা।
(২) রাহুল সিনহা (বিজেপি), সম্পত্তির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।

জলপাইগুড়ি ঃ মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে।
প্রার্থী ঃ (১) পরশ দত্ত (তৃণমূল), সম্পত্তির পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাকা।
(২) মিনতি সেন (সিপিএম), সম্পত্তির পরিমাণ ১৩ লক্ষ টাকা।

বোলপুর ঃ জনসংখ্যার ২৯% দারিদ্র্যসীমার নিচে।
প্রার্থী ঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী (সিপিএম), সম্পত্তির পরিমাণ ৬২ লক্ষ টাকা।

জঙ্গিপুর ঃ জনসংখ্যার ২৬% দারিদ্র্যসীমার নিচে।
প্রার্থী ঃ (১) প্রণব মুখার্জী (কংগ্রেস), সম্পত্তির পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা।
(২) আবুল হাসনাত খান (সিপিএম), সম্পত্তির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।

(তথ্যসূত্র ঃ *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*)

কাঁথিতে এস ইউ সি আই-এর নির্বাচনী প্রচার গাড়ি আক্রান্ত

পূর্বমেদিনীপুর জেলার কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড জীবন দাসের সমর্থনে একটি ট্রেকারে মাইক ফেস্টুন ব্যানার লাগিয়ে ২৭ এপ্রিল কাঁথি ২নং ব্লকের আমতলিয়া অঞ্চলের শুশুনিয়া মোড়ে দলের কর্মীরা যখন প্রচার করছিলেন, তখন স্থানীয় সি পি এম নেতা ব্যোমকেশ গিরির নেতৃত্বে ২৫-৩০ জনের এক মস্তানবাহিনী সেই প্রচার-গাড়ি আটকে বলে — "এই এলাকায় সি পি এম-এর বিরুদ্ধে কোন প্রচার করা চলবে না"। এস ইউ সি আই কর্মীরা প্রতিবাদ জানালে সি পি এম মস্তানবাহিনী গাড়ির উপরই হামলা চালায়, ফেস্টুন ব্যানার মাইকের তার ছিঁড়ে দেয়, এস ইউ সি আই কর্মীদের অশ্লীল গালিগালাজ ও মারধোর করে, কমরেড সন্দীপ দাসের হাত থেকে ঘড়ি ছিনতাই করে নেয়। সি পি এম-এর এই আক্রমণে এস ইউ সি আই কর্মী কমরেডস্ শান্তি ব্রহ্ম, সন্দীপ দাস, সুভাষ পয়ড়া, অসিত খাঁড়া আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ঐ দিন রাতে ঐ প্রচার গাড়ি সহ এস ইউ সি আই কর্মীরা কাঁথি থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবং সি পি এম নেতা ব্যোমকেশ গিরি সহ তার মস্তানবাহিনীকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়।

কাঁথি লোকসভা কেন্দ্র সহ মেদিনীপুর, তমলুক, ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই-এর রাজনৈতিক বক্তব্যের জবাব দিতে না পেরে কায়েমী স্বার্থবাদী দলগুলির নেতৃত্ব শঙ্কিত।

গণআন্দোলনকে জোরদার করতে
পশ্চিমবঙ্গে ৩০টি লোকসভা কেন্দ্রে
আন্দোলনের শক্তি
এস ইউ সি আই
প্রার্থীদের জয়ী করুন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net